স্মৃতি-সাথী।

শ্রীদীননাথ দত্ত প্রণীত।

শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

"Ehev quid volni misero mihi ! flor ibus Austrvm Perditus–
VERGIL, ECLOGVE II. 58-59.

[Alas, what have I been about in my folly ! On my flowers I have let in the sirocco (*i.e.* the hot southeast wind), infatuate s I am.]

সূচীপত্র।

অশুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
,,	১১	পাশোরা	পাসোরা
১২	১৭	যেতেছে	যেতেছ
,,	১৭	নয়	নন
১৬	১২	নিকট	নিকটে
,,	,,	ষাইব	যাইব
২০	৭	হেম বরণী	হেম বরণী
২৩	১	অমি	আমি
২৭	১	আধার	আঁধারে
২৮	১	হীংস্র	হিংস্র
৩০	১২	রার	বার
৩১	৬	নীরোগে	নারেগো
৩২	৫	মণি	মৃণি
,,	১৩	নহে স্থান	নহে সেই স্থান
৩৯	২	পরিপূর্ণ	পরিপূর্ণ
৪৬	৫	ষাও	যাও
৪৯	৫	পিযুসের	পীযূষের
৫৫	১১	অবশাধ	অবসাদ
৫৬	৪	সময়	সম[illegible]
৬০	১১	করেছি	করিছি
৬১	১০	মাঝেরে	মাঝারে
৬২	১৫	জীবন	জীবনে
৬৩	৬	তোমার	আমার
৬৯	২	ঘোচেনি	ঘুচেনি
,,	১৫	খোজে	খুঁজে
৭১	১৬	খুজে	খুঁজে

ভূমিকা।

আমার এ কবিতাগুলি যে কখনও পুস্তকাকারে বাহির করিব এরূপ ভাবি নাই, কারণ ইহার অধিকাংশই আমার মনের খেয়ালে লেখা। এবং অনেকেই স্ব স্ব মানসিক ভাবগুলিকে নির্জন ও গুপ্ত রাখিতে চায়, আমারও তাহাই হইয়াছিল। কিন্তু যখন আমার বন্ধুকে বাহ্যভাবে কোনও উপহার প্রদান করিতে ইচ্ছা করি, তখন আমার এই মানস কুসুম রচিত-মালা ভিন্ন অন্য কিছুই খুঁজিয়া পাই নাই। সেই হেতু আমার অসম্বদ্ধ প্রলাপ বচন অতীব অপকৃষ্ট ও অনাদরণীয় হইলেও তাঁহার নিকট আমার এই স্বরচিত কবিতাগুলি যদি কিছু মনোমত হয়, তাই সযতনে ডালি ভরিয়া সাজাইয়া দিয়াছি, পুরস্কার উপযুক্ত হইবে কিনা জানি না, তবে আমার যতদূর শক্তি তাহার ত্রুটি করি নাই। আমি আমাদের বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ ইহা অপেক্ষা অধিক সুন্দরদ্রব্য আর কিছুই পাইলাম না, বিশেষ ইহা আমাদের উভয়কে যতদূর স্মৃতিপথে রাখিতে পারিবে, এমন বোধ হয় আর কিছুই নহে। সে কারণ আজ আমি নানা বিঘ্ন ও বাধা সত্ত্বেও ইহা মুদ্রাঙ্কিত করিলাম। সাধারণে প্রকাশ করিলাম, যদি একটি লোকও পড়িয়া মনে সুখ বা শান্তি পায়, আমার এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই আমি চরিতার্থ হইব।

টালা।
মাঘীপূর্ণিমা ;

নিবেদক
শ্রীদীননাথ দত্ত।

স্মৃতি উপহার।

যতনে যাহারে আমি রেখেছি পরাণে,
অতীব স্নেহের যেই আমার কারণে,
যোগীন্দ্র সমান যেই সহায় আমার,
যাহারে না দেখি শুষ্ক হৃদয় দুয়ার,
সেই বন্ধু থাকিতেও হৃদয়ে আমার,
কহ মনে দিনু কেন এই উপহার ?
তাই যতনে খোদিয়াছি আজি ভাই
দিইতে তোমারে উপাদান কিছু চাই,
যাহাতে থাকিবে তুমি জাগ্রত চিরকাল,
যাহাতে পূরিবে ঐ হৃদয় কতকাল ?

তোমার

দীননাথ।—

স্মৃতি-সাথী ।

স্মৃতি-সাথী।

নিবেদন।

আঁধারে সাঁঝেরি কোলে ল'য়ে ফুলমালা,
প্রদীপ জ্বালায়ে হাতে,
মৃদু পদ দিয়া পথে,
ধীরে ধীরে অতি সঙ্গোপনে যায় বালা!

কল্লোলিনী তটস্বিনী মাতিছে দুকূলে,
আবেগে কাঁপিছে হিয়া,
চরণে চরণ দিয়া,
সলাজে সভয়ে বালা উপনীত কূলে।

সন্ সন্ সনে বেগে বায়ু বহে যায়;
যদি দীপ নিবে যায়?
যদি মালা ছিঁড়ে যায়?
আকুল আবেগে সন্দেহে দাঁড়ায়ে রয়!

পূজা তার অসম্পূর্ণ, রয়েছে দাঁড়ায়ে!
ভকতি দিয়াছে বালা,
দিতে চায় অর্ঘ্য ডালা,
লহ তারে জগদীশ! হাতটি বাড়ায়ে!

স্মৃতি-সাথী।

ত্রিপিটক।

(১)

আবেগ কম্পিত স্বরে,
এসেছি তোমার দ্বারে,
জননীগো! চাহ করুণা চক্ষে
ভকতি প্রণতি দিতে,
নাহি কিছু ভাঙা চিতে,
মা গো! লহ তুলে স্নেহের বক্ষে!

(২)

নীরব সাধনা সাথে,
চলেছি তোমার পথে;
হে শুভদে! তোমার আদেশ মতে!
একটি বাসনা শুধু,
হবে নাকি পূর্ণ তবু,
হে বরদে! তোমার শরণ হতে!

ত্রিপিটক।

(১)

দয়াময়ী ! উচ্চ আশা দিয়েছিলে প্রাণে;
সে সকলি ভেসে গেছে অকূল পাথারে !
তীব্র ঝঞ্জাবাতে মাতা লয়েছে ছিনায়ে
আমার সাধের কল্পিত বাসনা যত !
প'ড়ে আছি শুষ্ক হৃদিমাঝে ক্ষীণ নেত্রে
আকাশের পানে চেয়ে। তোমার আশীষ
মাতা ঢেলে দাও আজি দীন ভক্তটিরে !
গাহুক তোমার গীতি জগতে আবার !

আগমনী।

মা আসিছে আজ, মা আসিছে আজ,
মা আসিছে ওই বলি ডাকিল দুয়ারে!
ছুটিল সঘনে, শিশুগণ সনে,
বালক বালিকা যত দুয়ারের ধারে!

ওই দেখ মায়, বলি সবে চায়,
প্রতিমার পানে যার যত আঁখি ধরে;
সম্মুখে প্রতিমা, সুখে নাহি সীমা,
আনন্দে লাগিল নাচিতে মায়েরে হেরে!

হাসিভরা মুখে, প্রস্ফুটিত চোখে,
পরস্পর পানে চেয়ে চেঁচাতে লাগিল।
আনন্দে বিভোরা, আপনা পাশোরা
বলে কত শোভা মারে আমার ধরিল।

আগমনী ।

কি সুন্দর পাদুখানি, রক্তোৎপলেরে জিনি,
শোভিতেছে সিংহপৃষ্ঠোপরে মনোরম !
কত মূল্য ওই পার, বিনা তার ভক্ত আর,
কে বুঝিবে,কে জানিবে মানব অধম !

তার পর পদোপরে, শোভিতেছে থরে থরে
মণি মুক্তা আদিকরে কত আভরণ ।
কি ছার পায়ের কাছে, ও সব ধনরে মিছে,
ওই ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষেরি কারণ ।

তদুপরি ঝলমল, করে রত্ন মকমল !
ঢাকিয়া অঙ্গের শোভা মায়ের আমার !
বস্ত্রেতে আবৃত করে, উলঙ্গিনী শ্যামা মারে
সাজায়েছে কত সাজে কি বলিব আর !

আগমনী।

দশভুজা দশকরে, ধরেছেন পরে পরে,

শূল, অসি, খড়্গ আদি যত অস্ত্র মরি!

শত্রুরে বিঁধিয়া শূলে, ফণী পাশ দিয়া গলে,

চাপিয়াছে পদ দিয়া বুকেতে তাহারি!

দিলে যদি পা তাহারে, কি করিলে তবে তারে?

পেয়ে গেল সব সেত বিনা যোগতত্ত্ব!

কিছল করিছ ওগো, ধরিয়ে এরূপ মাগো,

তুমি আদ্যাশক্তি শুনি, কিবা এর তত্ত্ব?

হইল তোমার শত্রু? কিরূপ তোমার শত্রু,

বুঝিতে পারিনে মর্ম্ম কিবা ভাব এর!

অথবা ভকত তরে, সেজেছ এ সাজ করে,

মুকতি দিইতে তারে সংসার কারার!

আগমনী।

তব মুখে শোভা যত, কিরূপে বলিব কত,
নিস্পন্দ হইয়া থাকি বাক্য না সুয়ায়।
দেখেছি অপ্সরা যত, তিলোত্তমা আদি কত,
কিন্তু কেহ নহে এব সমতুল হয়।

হেরি ও মধুর মুখ, উথলি উঠে যে বুক,
পুলকে ভরিয়া যায় হৃদি টুকু মোর ;
দেখিয়া না মেটে হায়, পুন দেখি সাধ যায়,
কি যে এক নব ভাবে হৃদি হয় ভোর !

তুমি ঘরে যাও যার, কতই আনন্দ তার,
সদানন্দময়ী তুমি আনন্দ প্রতিমা।
আনন্দে ভাসায়ে দাও, সংসার সাজায়ে লও,
সদাই প্রকাশি তব বিভব গরিমা।

আমি অভাগা মানব, তবে কেমনে বুঝিব,
কিবা তব ভক্তিতত্ত্ব মূল ধ্যান সব !
মিনতি করিগো তোরে, রেখো পায় তুমি মোরে,
তাহলে পূরিবে বাঞ্ছা কিবা আর কব !

প্রতীক্ষায়।

দেবতা আমার! অনিমিখে চেয়ে আছি
পথ পানে তব মঙ্গল কিরণ আশে।
বসে আছি অনুক্ষণ তব প্রতীক্ষায়,
স্তব্ধ পরাণ আবেগে আকুলি উঠিছে।
বিশ্ব চরাচর আঁধারে ঢাকিয়া আছে,
চারিধার মগ্ন হেরি মহা তপস্যায়।
এ মহান বিশ্ব মাঝে নীরবতা সাথে,
তোমারি করুণা আশে রয়েছি জাগিয়া।
হে দেব করুণা সিন্ধু! উঠুক উথলি
তোমার মহিমারাজি জগতের পরে।
পূরব গগণে তোমার অরুণ ভাতি
দাও প্রকাশিয়ে সুনির্ম্মল শুভ্রছন্দে।
মূক জগতের যাক মূঢ়তা ঘুচিয়া,
উঠুক প্রেমের বিন্দু কণা কণা হয়ে,
ছেয়ে দিক আজি অনন্ত গগণ প্রান্ত,
বিহ্বল হইয়া মোরা দেখি সেই ছবি।

বিধাতারে।

কি কহিব সখা, কপালের লেখা.
কতই কঠিন সবার!
নির্ম্মম বিধাতা, ওহে বিশ্বপাতা
না জানি বিচার তোমার!
কোন কর্ম্মদোষে, ফেরে দেশে দেশে,
সদাই তোমাসক্ত জন?
কেন মাতৃভক্ত, তোমা তরে ত্যক্ত,
না পায় মাতৃ দরশন?
কেন দিবানিশি, ঘুরে দশদিশি,
ভীক্ষাজীবি অন্ন না পায়?
কেনবা কামিনী, সুদীর্ঘা যামিনী,
পতি হারা হয়ে কাটায়?
কেনবা বালিকা, কমল কলিকা,
বৈধব্য যন্ত্রণা ভুগিছে?
কেন ভালবাসি, কাঁদি অহর্নিশি,
দুনয়নে ধারা ঝরিছে?

বিধাতারে।

কেন বা পাপের, রাজত্ব আগের,
ধর্ম্মের জয় নাহি দেখি?
পরদুঃখ তরে, ধর্ম্ম কর্ম্ম করে,
পদে পদে এতই ভুগি?
তাইত কাঁদিছি, কতই কহিছি,
কেন আর কর কাতর,
সব তব লেখা, ইহার কারিকা,
ক্ষুদ্র মানব অগোচর!

সংসার।

এ ঘোর সংসার, মায়ার আগার,
দেখি ভুলনা ভুলনারে!
কতজন আসে, ভুলাবার আশে,
শুধুই কাঁদাতে তোমারে!
পর'নারে ফাঁস, হয়'নারে হাঁস,
সংসার কমলের পাশে!
ফোটে একবার, তখনি যাবার,
তবে কেন যেতেছে কাছে?
হ'য়া না বিহ্বল, করিবে পাগল,
এ ঘোর তমার আগার!

সংসার।

মজে যদি যাবে, কত দুঃখ পাবে,
শেষেতে কেঁদে হবে সার!
কত হিংস্র জীবে, দেখিতে পাইবে,
সংসার কাননের তলে;
মিছে ভুলাইবে, শেষে পলাইবে,
ডুবায়ে দুঃখের সলিলে!
সে হিংস্র জীবেরে, চিনিতে না পেরে,
ভাবিবে স্বজন তোমার।
শেষের সেদিন, হইবে মলিন,
স্মরিয়া কর্ম্ম আপনার!
শুনগো বচন, করগো সাধন,
আত্মার পরম করম!
হবে জ্ঞানোদয়, লভিবে অক্ষয়,
সকলের সার ধরম!
আপনারি ফলে, আপনারি বলে,
লভিবে শ্রীহরি চরণ!
তাহে মুক্তি পাবে, সব ঘুচে যাবে,
বার্দ্ধক্য জনম মরণ!
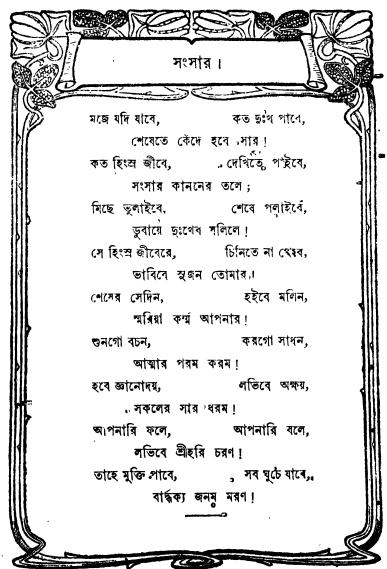
আমার দেবতা।

কেবলে দেবতা শুধু স্বরগেতে রয়?
আমার উপাস্য বুঝি দেবতা সে নয়?
ভক্ত যে সে মৃত্তিকার দেবতা গড়িয়া,
অহরহ উর্দ্ধনেত্রে রহেছে চাহিয়া,
মাটির পুতুল বলি দেবতা সে নয়?
ভক্তি, পূজা, প্রেম, তার সব ব্যর্থ হয়?
আরাধ্য দেবতা বলি রমণীর মণি,
সেবিছে যতনে পতির চরণ খানি।
গাঢ় অনুরাগ তার, এত ভালবাসা,
সব ব্যর্থ বুঝি শুধু এ ধরার ব'লে?
এ কেমন কুহেলিকা বুঝিব কেমনে,
পূজিলে দেবতা হয় এই সবে জানে!
প্রাণ দিয়া, মন দিয়া, জগৎ সেবিয়া,
সার্থক করেছে নাম জনম লভিয়া,
যাঁহাদের গুণ দিয়া বর্দ্ধিত এ ধরা,
যাহাঁদের কর্ম্ম স্রোতে রচিত এ ধরা,
তাঁরা কি দেবতা নয়, তাঁরা কি মানব?
তাঁদের পূজিতে নাই বলিয়া মানব?

আমার দেবতা।

এমন দেবতা তবে মোর কাজ নাই,
কিসের দেবতা যদি হেথা কভু নাই?
তোমারে পূজিব স্বামি মন-প্রাণ দিয়া,
আমার দেবতা তুমি এ হৃদয় নিয়া!

মা বলে ডাকিলে কিগো মা হবে আমার?

প্রীতি করুণা আধার,
স্নেহময়ী মা আমার,
মা বলে ডাকিলে কিগো মা হবে আমার?

উদার গগণ তলে,
বিধাতার ভূমণ্ডলে,
মা সম মধুর নাম কি আছে আবার?
শুনিয়া তোমার নাম,
এসেছি এ প্রিয় ধাম,
মা হয়ে লহগো তুলে সন্তান তোমার!
আশার মোহিনী ছলে,
ছুটেছি তোমার কোলে,
মা বলে ডাকিলে কিগো মা হবে আমার?

মা হবে আমার ?

মাটির প্রতিমা পূজি,
কাটায়েছি ভুল বুঝি,
জীবন্ময়ী মাতৃমূর্ত্তি পূজিব এবার !
ভক্তি চন্দনের মালা,
সাজাইয়া অর্ঘ্যডালা,
পূজিব ও পদ ঢালিয়া নয়নাসার।
দেবী ছায়া বিশ্বমার,
ওগো জননী আমার,
মা বলে ডাকিলে কিগো মা হবে আমার ?

দুরন্ত সন্তান বলে,
নাহি যদি লহ কোলে,
আপনি যাইব ছুটে নিকট তোমার !
তাহে যদি হও বাদী,
কাঁদিবগো নিরবধি,
মায়ের নামেতে হবে কলঙ্ক অপার !
কুপুত্র যদিও আমি,
তনয় বৎসলা তুমি,
মা বলে ডাকিলে কিগো মা হবে আমার ?
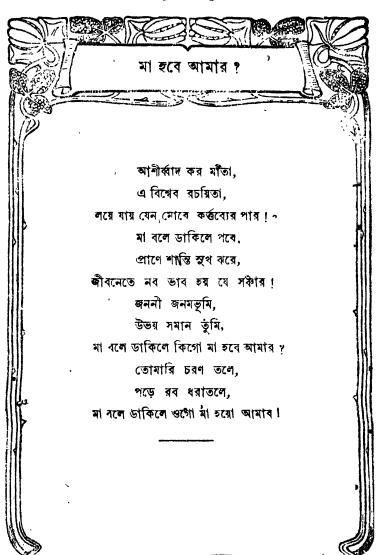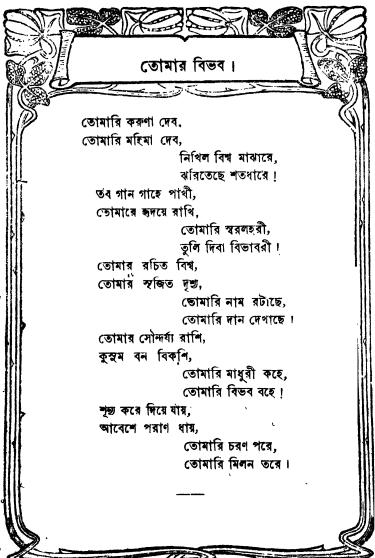
মা হবে আমার ?

আশীর্ব্বাদ কর মাতা,
এ বিশ্বের রচয়িতা,
লয়ে যায় যেন মোরে কর্ত্তব্যের পার !
মা বলে ডাকিলে পরে,
প্রাণে শান্তি সুখ ঝরে,
জীবনেতে নব ভাব হয় যে সঞ্চার !
জননী জনমভূমি,
উভয় সমান তুমি,
মা বলে ডাকিলে কিগো মা হবে আমার ?
তোমারি চরণ তলে,
পড়ে রব ধরাতলে,
মা বলে ডাকিলে ওগো মা হয়ো আমার !

তোমার বিভব।

তোমারি করুণা দেব.
তোমারি মহিমা দেব,
নিখিল বিশ্ব মাঝারে,
ঝরিতেছে শতধারে!

তব গান গাহে পাখী,
তোমারে হৃদয়ে রাখি,
তোমারি স্বরলহরী,
তুলি দিবা বিভাবরী!

তোমার রচিত বিশ্ব,
তোমার সৃজিত দৃশ্য,
তোমারি নাম রটাছে,
তোমারি দান দেখাছে।

তোমার সৌন্দর্য্য রাশি,
কুসুম বন বিকশি,
তোমারি মাধুরী কহে,
তোমারি বিভব বহে!

শূন্য করে দিয়ে যায়,
আবেশে পরাণ ধায়,
তোমারি চরণ পরে,
তোমারি মিলন তরে।

———

এসপ্রভু !

এস প্রভু দয়া করে মোর দ্বারদেশে,
রাখিয়াছি উন্মুক্ত করিয়া তব আশে।
লজ্জা, মান, অভিমান দিয়াছি ঘুচায়ে ;
হিংসা, ভয়, স্বার্থ সব জলাঞ্জলি দিয়ে,
পুণ্য করিয়াছি তাহা ঘৃণা ক্রোধ পুঁছে !
শুধু তব প্রেম দিয়ে আসন পেতেছি ;
ভক্তি বারি সাথে, প্রেমঅর্ঘ্য লয়ে হাতে,
রয়েছি দাঁড়ায়ে তোমার আতিথ্য তরে !
তুমি প্রভু দয়া করে পূর্ণ কর তাহা,
হক পবিত্র সে ভূমি পরশে তোমার !
বিশ্বের পূজিত তোমার চরণ পেয়ে,
আমার এ ক্ষুদ্র কুঁড়েখানি ধন্য হ'ক !
একবার শুধু ক্ষণিকের তরে এস,
আমার আলয়ে বস মোর পূজা তরে !
আরাধ্য দেবতা বলি রাখিয়া সম্মুখে,
পুষ্পাঞ্জলি দিই যাহা কিছু মোর আছে !
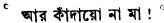
আর কাঁদায়ো না মা !

বিশ্বজননী, লোকপালিনী, দীনতারিণী,
আর কাঁদায়ো না মা !

সন্তান কাঁদিছে.
আকুলে ডাকিছে,
তুমি তার রব,
তুমি তার সব,
হেম বরণী, সিংহ-বাহিনী, দৈত্যদলনী,
আর কাঁদায়ো না মা !

মাতা তোরে বলে,
যায় তোর কোলে,
কাঁদিয়া পড়িছে,
চরণ ধরিছে
পাপনাশিনী, প্রেমদায়িনী, মাতৃরূপিণী
আর কাঁদায়ো না মা !

ভজন পূজন,
নাম • সঙ্কীৰ্ত্তন,
সকল তোমারি,
সকল চাতুরী,
ভুক্তিসেবিনী, ভক্তরক্ষিণী, মুক্তিকারিণী,
আর কাঁদায়ো না মা !

সেই পুরাতন কুঁড়েখানি !

অতি শৈশবে হারায়েছিনু পিতা মাতা !
এসেছিনু কার সাথে এ মহানগরী
মাঝে, ঠিক মনে নাই। অতি সযতনে
তিনি আনিলেন হেথা, দিনেকের দেখা
শুধু, তারপর মোর হেথা বাসস্থান !
আর কিছু মনে নাই ! শুধু মনে পড়ে
সেই একখানি কুঁড়ে ঘরে নদী ধারে
থাকিতাম মোরা। খেলিতাম কত খেলা
তীরের বালুতে। দুই একখানা কচি
মুখ' যেন মনে পড়ে, যাহাদের সনে
কাটাতাম কাল। তার পর হেথা মোর
পড়াশুনা এই জ্ঞাতিগৃহে। আর কভু
যাই নাই পুরাতন আলয়ে আমার !
কেন, নাহি জানি, জিজ্ঞাসিলে কহিতেন
কত সান্ত্বনিয়া মোরে, কিবা ভয় বাছা
রহ মোর কাছে। ভয়ে, লাজে, আর কিছু
নারিতাম বলিবারে। আজ, মনে হয়
দারিদ্র্যপীড়নে বুঝি অসমর্থ ছিলা

সেই পুরাতন কুড়েখানি।

স্নেহময় রক্ষক আমার, লইতে আমায়ে
সেথা। আরো ভাবিতেন নিদারুণ স্মৃতি
কথা। অতি দীন দুঃখী ছিনু মোরা, অতি
কষ্টে যেতো বেলা। তখন কি বুঝিতাম
সব? তবু ছিনু সুখে, পড়িতাম আমি
আপনার মনে। কত খেলাধূলা সনে
যেতো দিন। কিন্তু হায় কদিনের খেলা
সেই, তাও ভাঙিল বিধাতা। একদিন
বিসূচিকা রোগে হারালাম সেই পূজ্য
পুণ্যশীল পিতাসম জ্ঞাতিরে আমার!
সযতনে আমি সেবিলাম তাঁহাদের।
কিন্তু কাল বশে একেবারে গেলা সবে!
সেই স্নেহশীল জনক অভাবে আমি
কতই কাঁদিনু। তারপর একা ভবে
এইরূপে আশ্রয় বিহীন। কোন মতে
করিলাম সৎকার তাঁদের একেলা,
ছিল যাহা তাহার সম্বলে। এ বিপদে
কারে বা ডাকিব, কে শুনিবে, কে আসিবে?

সেই পুরাতন কুঁড়েখানি।

মহারোগ, তায় দীন আমি। তার পর
বুঝিলাম অকূলে ভাসিনু আমি একা
এ মহা সাগরে! ডাকিলাম সকাতরে
জগতের আদিনাথে, না শুনিলা তিনি!
মনে মনে ভাবিলাম যাই তবে ফিরে
সেই মোর ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে নিজদেশে!
মরি যদি, সেখানে মরিব! হায়! বিধি
তাও দিল না আমারে! কপাল ভাঙিলে
সবই বাম তার প্রতি!

কি আর সে কথা কব?

তার পর পথে যেতে যেতে একদিন
অচেনা কে ডাকিল আমারে। কত দুঃখ
করিলেন আমারে দেখিয়া। শুনিলাম
পিতা সনে ছিল বুঝি সম্পর্ক তাঁহার!
দুষিলেন কত সভ্যতারূপিনী এই
কালগ্রাসিনীরে, ভাঙিয়াছে যাহা, হায়!
বাঙ্গালার কত শত সুখের সংসার!
বলিলেন আছে এক জ্ঞাতি অর্থবান,

সেই পুরাতন কুঁড়েখানি।

কিন্তু সেত দেখিবে না চেয়ে। তিনি নিজে
অতি কষ্টে করিছেন দিনপাত। তবু
তিনি রাখিলেন মোরে। হায় দাতা! পার
নাই দিতে হৃদি ধনীর হৃদয়ে তুমি?
বলিলেন পারি যদি মমতা ভুলিয়া
বিদেশে যাইতে, তবে কোন মতে তিনি
সাধিয়া কাঁদিয়া, পারেন করিয়া দিতে
কোন কর্ম্ম মোর! কে ছিল আমার? একে
একে টুটিয়াছে সব স্নেহ বাঁধ মম,
আছি একা শুধু! অগত্যা হইনু রাজি।
এইরূপে যাইনু বর্ম্মায় আমি
ক্ষুদ্র কর্ম্ম লয়ে। কেটে গেল কত দিন!
ক্রমে অদৃষ্ট ফিরিল, উন্নতি আসিল,
হ'ল কিছু রোজগার। ভাবিলাম মনে,
আর কেন? কিবা প্রয়োজন? কি করিব
অর্থ? আকুল ব্যাকুল বড় হয়েছিল
প্রাণ মম। ফিরিলাম মাতৃভূমি মুখে।
সর্ব্ব কর্ম্ম ফেলি প্রথমে আইনু আমি।
সেই মম উপকারী নিজজন পাশে।

'সেই পুরাতন কুঁড়েখানি।

হায়! নিরুদ্দেশ তাঁর; শুনিলাম বুঝি
অন্নকষ্টেপড়ে গেছে দেহখানি তাঁর।
তার পর আর কিছু কেহ নাহি জানে।
এ বিপুল বিশ্বমাঝে সুখের জগতে
কেহনা দেখিল চেয়ে। গৃহটুকু তাঁর
অন্যে করেছে আশ্রয়। লইলাম তাহা
অর্থ দিয়া; খুলিয়া দিলাম দ্বার তার
অতিথির পরে। লিখিলাম বংশধর
থাকে যদি কেহ তাঁর, সেই পাবে গৃহ,
নহে মম সম গৃহহীন, পথহীন,
আসে যদি কোন জন, আশ্রয় তাহার
হবে সাক্ষী মম। ঋণ মম তাহে ঘুচে
নাই। হে দেব পরোপকারী! মরণের
পর পারে থাকে যদি অন্য কোন তীর
তবে অনন্ত ধরিয়া সেবিলে চরণ
তবু তব ঋণ না শুধিতে পারি কভু!
এত দিনে হল অবসর!
উপার্জ্জিত অর্থ লয়ে ফিরিলাম গ্রামে!

সেই পুরাতন কুঁড়েখানি।

সেই পুরাতন গৃহ দেখিনু অদূরে,
নদীতীরে, অতি জীর্ণ শীর্ণ। কেহ বাস
করেনা তথায়। আবেগে কাঁদিল প্রাণ,
কত স্নেহ কথা উঠিল জাগিয়া চিতে।
কাঁদিনু শিশুর মত। অতি সযতনে
মোদের সে কুঁড়েখানি নিয়েছি সারায়ে।
চারিদিকে তার তুলিয়াছি মনোরম
অট্টালিকা মালা। ঘোষিতেছি চারিদিকে
থাকে যদি আশ্রয়বিহীন জ্ঞাতি মোর,
আসুক সে হেথা, যতনে রাখিব, আমি
স্বহস্তে সেবিব। নিজে থাকি আমি সেই
পুরাতন কুঁড়েখানি মাঝে, সেটি মোর
বড় আদরের, কত কথা কয় মোরে,
কত শত পুরাতন স্মৃতি তোলে প্রাণে!
কত স্নেহমুখ মনে পড়ে। মনে আসে
শৈশবের খেলা, মায়ের চরণ।
আর মোর দুঃখ নাই
আছি আমি আপনার গৃহমাঝে!

স্মৃতি-সাথী।

নিশীথ ভ্রমণ

হের গভীর রজনী আধার কেবল,
নিস্তব্ধ নিশ্চল যেন আঁকা ছবিপর!
ধূ ধূ করে অন্ধকার নীরব সকল,
চাহ দূরে, অতি দূরে, শুধু অন্ধকার!

হেরিয়া যামিনী যদি ভয় নাহি পাও,
এস তবে মোর সাথে, চল উভে যাই
নির্জ্জন কাননে ওই, শান্তি যদি চাও,
ভয় কি কারণ, কি করিতে পারে ছাই!

কিসেরি লাগিয়ে হবে উচাটন মন?
আমি ত মানব, তবে কিবা ভয় হয়!
নাহিক ভয় হিংস্রক জন্তুর তেমন,
স্বভাব নির্ম্মিত এই উপবন হয়!
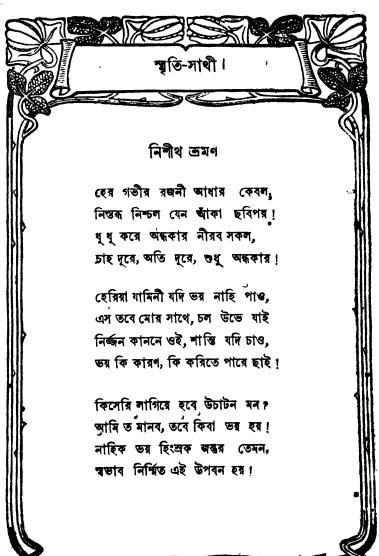
নিশীথ ভ্রমণ।

আসে যদি হীংস্র জীব ক্ষতি কিবা তায় ?
কি করেছি আমি তার, কিবা ভয় তবে ?
মানব মতন তবু হিংসা যদি চায়
তাহলে বিলায়ে দিব মোর ক্ষুদ্র শবে !

চিরদিন এই ভবে রহিব না কভু ?
তৃপ্তি যদি পায় পশু খাইয়া আমায়,
না হয় ত্যজিব তবু উপকারে প্রভু !
পরেরি কারণ প্রাণ গেলে স্বর্গ পায়।

অথবা হতেছে ভয় দস্যুর কারণ ?
তাহার নাহিক ভয়, মোরা নিঃস্বম্বল ;
কি করিবে চুরি তবে, না আছে রতন
আছয়ে নিকটে শুধু প্রাণের গরল !

মানবের নাহি শব্দ, নিস্তব্ধ কানন !
দ্বেষ হিংসা প্রতারণা, কিছু চিন্তা নাই ;
শুধু নীরব প্রকৃতি তারা অগণন।
তারি মাঝে রব স্থখে মোরা চল ভাই !

নিশীথ ভ্রমণ।

এর চেয়ে সুখ কিগো আছে ক্ষিতিপর?
হিংসা নাই যেথা সেতো স্বরগ সমান!
আছে স্নেহ দয়া সেথা নাহতে কাতর,
শুধু সুখ শুধু হাসি যেমন বিমান।
শুনেছি স্বরগ আমি সুখের কেবল্য,
হেথাও দেখিযে ভাই সকলি তেমন।
এখানে নাহিক কূট, সকলি সরল,
নাহি ম্লান তরুরাজি সুখের কেমন!

কেঁদনা বলিয়া শান্তনিবে তরুরাজি,
লতা গুল্ম বরষিবে কত পুষ্পরাশি;
স্বভাব আপনি হায় নিত্য নব সাজি,
রাখিবে যতনে সদা কত হাসি হাসি!

সুধাময়ী রজনীর ঝিঁ ঝিঁ রব উঠে,
সদাই সেখানে কোকিলা বালা কূহরে,
সেখানে মানিনী রাণী কুমুদিনী ফুটে,
সেখানে সুগন্ধি কুসুম সদাই ঝরে!

নিশীথ ভ্রমণ।

সেথায় মল্লিকা রাণী সোহাগেরি ভরে,
খুঁজিতেছে আপনার প্রিয় বন্ধুজনে!
সেথা কামিনী সই কত ঠমক করে,
কেমন তুলচে হাসি আপনার মনে!

এ হেন সুন্দর শোভা বিচিত্র বিভব,
এর চেয়ে সুখ কোথা আছে কি কথন?
স্বভাবের মনোলোভা শোভা যত সব
করেতগো সুখকর মনের মতন!

ছার মানবের তরে কেন এত আশ,
যাহারা শুধুই ভাবে আপনার কাজ;
চেয়ে আছে শুধু যতক্ষণ তব শ্বাস
বার বার দেখ তবু নাহি হয় লাজ?

তাই বলি ছাড় আশা, চল দোঁহে যাই,
নীরব নিশীথে ওই কানন মাঝারে;
যেথা সুখ শান্তি যত রয়েছে সদাই;
যেথা নাহি ক্লেশ নাহি ভয় কভু কারে।

বিপিন কোথায়।

কোথা তুমি বন্ধুবর! এবে কোন দেশে?
এই ছিলে এই খানে এখনি বিদেশে?
কিবা সেই স্থান, কোথায় স্থাপিত সেই,
নাহি জানি মোরা, পাব কি বলিতে ভাই
ফেরে নাই কেহ কভু সেই ধাম হতে,
সিংহল যাত্রার মত নীরোগে আসিতে।
এস তুমি, এস ভাই, বলগো মোদের,
তুমি যে গো ছিলে শ্রেষ্ঠ আমা সকলের!
বলিয়ান, গুণবান, বুদ্ধিমান ভ্রাতা,
তোমা ছাড়া আছে কেগো কহে এ বারতা?
গিয়াছ যে ভূমে তুমি কেমন সে স্থান,
কেমন বসতি তথা সুখের নিদান?
আছে কিগো মায়া মোহ ছলনার খেলা,
যাতনা দুঃখের রাশি পীড়নের মেলা?
দ্বেষ হিংসা পুরিত কি সেই লোকালয়,
রোগ শোক যাতনার ক্রীড়া কিগো হয়?

বিপিন কোথায়।

কিম্বা সেই স্থান স্নেহময় শান্তিময়,
শুধুই প্রেমের রাশি, শুধু সুখচয় ?
আছে তথা মনোলোভা শোভা যত সব,
শ্যামল বিটপী মধুর পাখীর রব ?
কিম্বা সেই স্থান মুনি ঋষিদের খেলা,
উঠে বেদ, তন্ত্র, মন্ত্র ধ্বনি দুই বেলা ?
কিম্বা তথা আছে শুধু দেবতার স্থান,
কীর্ত্তি গুণে অমরত্ব লভে যেই জন ?
অথবা সে লোকালয় অতীব ভীষণ,
কেবলি গো অত্যাচার কেবলি পীড়ন।
অথবা পাপের রাশি শুধু প্রকাশয়,
প্রতারণা যুয়াচুরী রয়েছে তথায় ?
জানি আমি তব যোগ্য নহে স্থান,
তুমি যেথা যাবে আপনি মাতিবে প্রাণ !
কেহ বলে পাপ পুণ্য নাহিক বিচার,
বল দেখি ভাই সেথা কার অধিকার ?
মৃত্যুর পরেতে ভাই নিজ কর্ম্ম যত,
হয় নাকি ন্যায়রূপে তথা বিচারিত ?

বিপিন কোথায়।

অজ্ঞান ভ্রাতারা তব বলনা তাদের
কিবা তত্ত্ব কিবা সত্য আছে এ সবের।
সর্ব্বত্র বিরাজ ছিলে দুই দিন আগে,
সর্ব্ব কার্য্যে থাকিতে যে তুমি অগ্রভাগে !
এখন দেখাও কেন মেলেনা তোমারি,
আশ্চর্য্য বিধির খেলা অদ্ভুত ব্যাপার।
কাল যারে বাসিয়াছি ভাল, আজ নাই,
আজ যারে দেখিয়াছি এবে কোথা সেই ?
কাল হেসেছিনু যার সাথে কথা বলে,
আজ ছবি দেখি তার ভাসি অশ্রুজলে।
কিছু কাল আগে যাহা ছিল শক্তিমান,
এবে বাক্যহীন গতিহীন অচেতন !
যে দেহের এত যত্ন, আশ্চর্য্য নির্ম্মাণ,
ক্ষণেকের পরে তাহা রেণু অগণন !
ধন্য অগ্নি, ধন্য আশ্চর্য্য ক্রীড়ারে তোর,
কেমনে লুকালি সেই মাংস পিণ্ড লোর ?
যে লোকের, যে মুখের শেষ দেখা তরে,
যতনে ধরিনু তুলে শব শয্যাপরে,

বিপিন কোথায়।

ক্ষণেক তোমাতে পড়ি মিশে গেল ওরে,
ছিল মাত্র নাভিটুকু দিতে নদীনীরে!
বিদেশ বিভুমে আসি লভেছিনু ভাই,
তোমা হেন বন্ধু শুধু হারাতে কি ছাই?
কেন নর কেন এত মিছে গর্ব্ব করে,
এই যদি শেষ হবে কিছু দিন পরে!
মাটির শরীর নিয়ে মাটিতে বেড়ায়,
দিন দুই পরে পুন তাহাতে মিলায়!

ছিল তব মনে কত শত সাধচয়,
আবার করিবে ভারত গরিমাময়!
ভারতের লুপ্তধর্ম্ম গুপ্তধন সব,
করিতে উদ্ধার সদা ছিল তব রব।
আর কে আগ্রহে তত সাধিবে সে কাজে,
দেখ ভাই দেখ আজি মাতা দুঃখ সাজে!
কতজ্ঞান ছিল তব আশ্চর্য্যে জানিলে
সেই তব শেষ কাল এই ধরাতলে।
তাই যথাযোগ্য ভাবে দিয়েছ বিদায়,
লিখি লিপি, দিয়া কত উপদেশ তায়!

বিপিন কোথায়।

অদ্ভুত ঘটনা শুনি মরণের আগে
কে কবে জেনেছে স্থির হবে মৃত্যু রোগে ?
দেখি সেই লিপি ভাই আমরা সকলে,
ক্ষণেক শান্তিরে পাই উদ্দীপনা বলে।৹
কেন বঙ্গমাতা একি তোমার বিচার,
কেমনে হারালে তুমি গলার সে হার !
একে একে আলো যায় নিবিছে দেউটি
কেমনে সৌভাগ্য তবে উঠিবে গো ফুটি ?

শ্রীযতীন্দ্র নাথ [illegible]।

বিকট শ্মশান মাঝে নিয়েছি তোমায়,
নীরব প্রান্তর, গভীর রজনী তায় !
কুকুরশৃগালগণে খাইছে মড়ায়,
শকুনি গৃধিণী কত যুঝিছে তথায় !
মরণের পর পার কতই ভীষণ,
দেখিয়াছি জীবনের শেষ কি ঘটন !
বুঝিয়াছি এ দেহের নাহি কোন সার,
এই মাত্র শেষ হবে নিয়তি সবার !

বিপিন কোথায়।

অর্থাভাবে কেহ শুধু পোঁতে বালুকায়,
অর্দ্ধ পোড়াইয়ে কেহ ফেলে নদী গায়!
কেহবা স্মৃতির আশে রাখে চিহ্ন তথা,
ধূমধামে করে কেহ শেষ কর্ম্ম সেথা।
সরি এক, সেই ধূ ধূ করে পুড়ে যায়;
ব্যক্তি যায়, দেহ মন যায়, প্রাণ যায়,
রহে শুধু হৃদয়ের অপূর্ণ পিয়াস,
রহে শুধু হৃদি মাঝে আঁকা সেই হাস।
ফুল যায়, পাখী যায়, সকলি পলায়,—
কাঁদে নাকি জগতেতে কেহ কভু তায়?

আজো ভাই জগতেতে রয়েছে জাগ্রত,
অতীতের পুরাতন শত কথা কত।
জগতেতে কভু কিছু নিষ্ফলে না যায়,
নিয়ন্তার বিধানেতে সবে লেগে রয়!
কাঁদে শিশু স্মরিয়ে গত মাতারে তার,
নষ্ট হেরে শাবক পাখী কাঁদিয়া কাতর,
থাকে সকলের তরে রোদনের জন,
শোকে গাঁথা রহিয়াছে মানব জীবন!

বিপিন কোথায়।
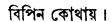
চলে গেছ তুমি ভাই ছেড়ে আমাদের
ভেবনা ভুলেছি তায় তুমি আদরের,
গোলাপ ঝরিয়া গেলে থাকে জল তার,
ফলটি শুকায়ে গেলে থাকে আঁটি তার।
সে জলের, সে আঁটির নিজ ধর্ম্ম বলে,
সৌরভে নূতন ফলে পুরে ভূমণ্ডলে!
তুমিও হৃদয়ে থাকি মাতিছ সবায়,
তোমার গুণের স্মৃতি রয়েছে ধারায়!
কর আশীর্ব্বাদ আজি তবে সেথা হতে,
পারি যেন মোরা সবে সে কর্ম্ম সাধিতে।
তোমার যে সাধ ছিল ডুবিবে কি তবে,
তোমার সুহৃদ্‌গণ বর্ত্তমান ভবে?
হেন কথা মনে ভাই ভাবিও না কভু,
জন্মভূমি সব, কৃপা যদি করে বিভু।
তারপর জীবনের হলে অবসান,
ডেকে নিও ভাই যেখানে তোমার স্থান।
শোক দুঃখে ভরা এই মায়ার জগতে,
ভাল নাহি লাগে আর এবে কোনমতে।

বিপিন কোথায়।

যে কজন ছিল সাথী একে একে গেল,
অল্প আছি মোরা সহিতে যাতনাজাল।
তারাত নিকটে আর আসেনা তেমন,
তাই মনে হয় চলে যাই ত্যজি এ জীবন!

মোর জন্মস্থান!

আনন্দ আবেশ ভরা, আলো করা বসুন্ধরা,
চারিধার পারাবার, সুখনদী স্রোতধার,
সুখ শান্তি পরিপূর্ণ, স্নেহ প্রেম দয়া পূর্ণ,
হেন ধাম বটে কিগো মোর জন্মস্থান?
সেথা নয়, সেথা নয় মোর জন্মস্থান!

সোহাগ সম্ভোগ ভরা, বিজলীতে আলোকরা,
সৌধমালা পরিপূর্ণ, কৃতি তার নানা বর্ণ,
সাজায়েছে শিল্পকার, দিয়া তায় কি বাহার,
হেন স্থান হবে কিগো মোর জন্মস্থান?
সেথা নয়, সেথা নয় মোর জন্মস্থান!

মোর জন্মস্থান।

অগাধ রত্নেতে ভরা, লক্ষ্মী যেথা হাত ধরা,
মণিমুক্তা পরিপূর্ণ, স্বর্ণ রৌপ্য গর্ব্ব চূর্ণ,
দীপ্তি পূর্ণ চারিধার, হাসিমুখ সবাকার,
সেথা তবে হবে কিগো মোর জন্মস্থান?
সেথা নয়, সেথা নয় মোর জন্মস্থান!

স্বাধীনতা হৃদেধরা, প্রাণ সাহসেতে-ভরা,
উদ্যমেতে পরিপূর্ণ, শক্তি যেন অবতীর্ণ,
বীরের হৃদয় সার, হেন লোক বাসী যার,
সেথা তবে হবে কিগো মোর জন্মস্থান?
সেথা নয়, সেথা নয় মোর জন্মস্থান!

রক্তপূর্ণ দেহগড়া, রাঙা রাঙে ছাঁদ করা,
শরীরেতে বলপূর্ণ, গৃহ ধন পন্য পূর্ণ,
মেদমাংসে পূর্ণ যার, মদ্য সুধা জ্ঞান সার,
সেথা তবে হবে কিগো মোর জন্মস্থান?
সেথা নয়, সেথা নয় মোর জন্মস্থান!

মোর জন্মস্থান।

কাঁদিতে কাঁদিতে যার, আঁখি দুটি জলাধার,
শোক ভিন্ন অন্য কথা, নাহি যথা রহে গাঁথা,
দুঃখ তরে জন্ম যার, এমন কপাল সার,
সেথা মোর জন্মস্থান !

অন্নাভাবে শীর্ণাকার, অস্থিমাত্র আছে সার,
দুর্ভিক্ষ হৃদয়ে গাঁথা, অভাব কেবলি কথা,
দস্যুতে লুটেছে সার, গৃহে নাই ধন কার,
সেথা মোর জন্মস্থান !

অধীনতা জন্ম যার, অধীনতা জ্ঞান সার,
দাসত্ব হৃদয়ে গাঁথা, দাসত্বে প্রশংসা যথা,
চাকুরী করম যার, চাকুরী হৃদয় সার,
সেথা মোর জন্মস্থান !

জ্ঞানের দেবীর আর, নাহিক আদর যার,
মূঢ় জনে পায় যথা, মানের যশের গাঁথা,
লক্ষ্মী যথা নাহি আর, আছে মাত্র স্মৃতি তার,
সেথা মোর জন্মস্থান !

মোর জন্মস্থান ।

বসুন্ধরা যেথাকার, ম্রিয়মাণ চারিধার !
ঘরবাড়ী সব যেথা, আছে অযতনে গাঁথা,
আঁধার-দুয়ার যার, আঁধার সকলি যার,
সেথা মোর জন্মস্থান !

স্মৃতি ।

শুধু মাঝে মাঝে মনে পড়ে সেই শৈশবের স্মৃতি ;
সেই আকুল ব্যাকুল আশা, হৃদয়ে সোহাগ গীতি !
আর সে মধুর তানে ফুল-কুসুমিত কুঞ্জবনে,
মম প্রাণের বীণার রব উঠে নাক ক্ষণে ক্ষণে !
কোকিলার মন-বিমোহিত কুহুরব কে শুনিবে,
কে আর সে স্নেহভরে যত্ন করে তাহারে পূষিবে ?
পাপিয়ার তানে আর কে ডাকিবে আদরে আমারে,
কে আর সে মধুমাখা কুঞ্জবনে জাগাবে আমারে ?
কে আর সে আধ-প্রেম-বিজড়িত মধুর নয়নে,
কতই সোহাগে ধরিবে হৃদয়ে আমারে যতনে ?
আছে সেই কুঞ্জবন, আছে সেই গৃহ নিকেতন,
কিন্তু কোথা সে সুখের হাসি সৌন্দর্য্য তেমন ?

স্মৃতি।

এখনো রয়েছে সেই সব, শুধু ভগ্ন দুর্গ প্রায়,
এখনো উঠেগো সেথা কুহুরব সন্ধ্যায় সন্ধ্যায়।
আমিও এ ভগ্ন হৃদি সাথে মাঝে মাঝে তথা যাই,
কিন্তু আর সেথা সেই প্রাণময়ী ছবিখানি নাই!
এই রূপে শেষ হয় জীবনের প্রিয় কার্য্য যত,
মানব জীবন ছাই বুঝি শুধু বিষাদে পুরিত!

কেন ভাঙিলি সুখের স্বপন আমার?

কেন বা জাগালি, কেন বা কাঁদালি,
মরমে দিইতে হানা;
ছিনু ঘুম ঘোরে, আপনা পাশরে,
সহসা হতো'না জানা!
নিদ্রার আবেশে, ছিনু স্বপ্নে হেসে,
সে যে সুখের আমার;
সেথা নাহি চিন্তা, সেথা নাহি ব্যাথা,
সে যে সুখের আগার।

সুখের স্বপন।

স্বপ্ন সনে আঁকা, থাকে কত লেখা,
নিভৃত নীরব জড়ে,
কেমনে বুঝিবে, কেমনে জানিবে,
সাধ্য কার তায় গড়ে!
হায় কি কারণ, সুখের স্বপন,
আমার করিলি ভোর;
অচেতন হয়ে, রয়েছিনু চেয়ে,
শেষ যে হলোনা মোর।
চেতনা পাইয়ে, দেখিনু চাহিয়ে,
পড়ে আছে ছাই পাঁশ,
তাই যদি হ'ল, কেন নাহি গেল,
মোর গলার সে ফাঁস?

নূতনে ও পুরাতনে।

বিদেশ বিভুমে যবে, ত্যজে যত সাথী সবে,
আসে চলে মর্ম্মাহত বন্ধু কোন জন;
লাগে নাকি তার প্রাণে, বিরহী বঁধুর তানে,
চির-দুঃখকর সেই ব্যথা যতক্ষণ?
তখন তাহার মন, সদা করে উচাটন,
সদা গৃহ কথা সেই কন্ধুয়ে কথন,

নূতনে ও পুরাতনে।

দেখি যত নব জনে, মন ধায় পুরাতনে
ভাবে সেই গৃহে পুন যাবেগো কখন ?
কোনরূপে অযতনে, থাকে অবসন্ন প্রাণে,
মন বুঝি উড়ে যায় যথা প্রিয়জন ;
লক্ষশোভা হ'ক তার, নিশ্চয় হইবে সার,
শৈশবের স্নেহময় আনন্দ ভবন।
সোণার পিঞ্জর মত, লাগে তার অবিরত,
অজ্ঞানিত সুখপূর্ণ সেই রম্য স্থান ;
বিষপূর্ণ মিষ্টপ্রায়, মন তাহে নাহি ধায়,
খেতে মধু তবু জর্জ্জরিত করে প্রাণ !
বনের বানর আনি, গৃহে তারে পোষ মানি
বিতর সযত্নে তারে বহু ভোজ্য সুখ ;
তথাপি সুবিধা পেলে, যাইবে ত্যজিয়া চলে,
যথা তার জন্মস্থান, বন অভিমুখ !
জানিনা কি মায়া আছে, নিজ জন্মস্থান মাঝে
যথা লোকে শত দুঃখে তবু সুখে রয় ;
বিদেশে কি অন্য জনে, মন মানা নাহি মানে
মন শুধু অতীতের কথা নিত্য কয় !

স্মৃতি-সাথী।

কই তুমি ত আসিলে না?

নীরবে ঘরের পাশে,
বসে আছি তোমা আশে,
কই তুমিত আসিলে না?
তোমারে ধরিব বলে,
বেঁচে আছি ধরাতলে,
কই তুমি ধরা দিলে না?
নীরবে তোমার পানে,
চেয়ে আছি এক মনে
কই তুমিত চাহিলে না?
পরাণ ঢালিয়া দিয়া,
সপেঁছি তোমারে হিয়া;
কই তুমিত গো নিলে না?
কথাটি কহিবে বলে,
ছুটেছি তোমায় কোলে,
কই তুমিত কহিলে না?

কঁই তুমি ত আসিলে না ?

ভাল যদি বাস বলে,
সাধিলাম কত ছলে,
কই তুমিত বাসিলে না ?
দোষ যদি করে থাকি,
ভুলে যাও বলে ডাকি,
কই তুমিত ভুলিলে না?
শত বার যাচিলাম,
পায়ে ধরে কাঁদিলাম,
কই তুমিত কাঁদিলে না ?
একবার ফিরে এস
হৃদি আলো করে বস ;
দেখিব মূরতি তোমাব !
হৃদয়ের অন্তঃস্থলে,
প্রণয়ের শতদলে,
আঁকিব ছবিটি তোমার !

——
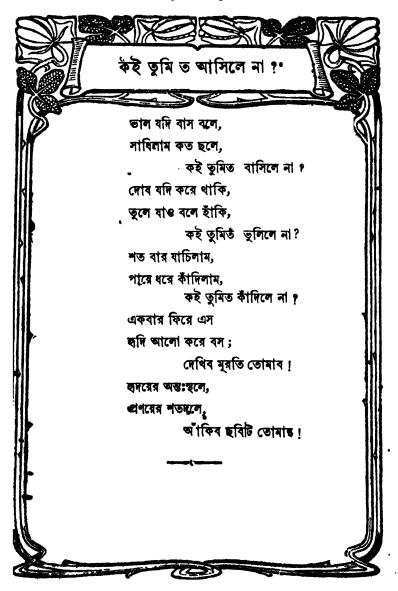
কোথায় এখন।

কোথা সেই মোহময় অতীতের দিন?—
কোথা সেই প্রেমময় সোহাগের দিন?
যাহার অতীত স্মৃতি, এখনো জ্বালায় অতি,
এখনো কাঁদায় মোরে অন্তরে অন্তরে;—
এখনো রয়েছে হৃদে গাঁথা স্তরে স্তরে!

কোথা সেই প্রেমপূর্ণ সোহাগ-উচ্ছ্বাস—
কোথা সেই আনন্দিত হৃদয় সহাস?
কোথা রল সেই সব, কোথা গেল সেই রব,
কোথায় রয়েছি পুন কিবা এই ভাব?—
কিরূপ চলেছি পুন এখন কি ভাব?

কোথা সেই প্রিয়তম বন্ধু সে আমার?—
আদরের মনোহর মূরতি আমার!—
এখন আসে না কেন, আদরে তেমন পুন,
এখন দেখাও কেন দেয় না আমায়?—
এখন ভুলেও কিগো ভাবে সে আমায়?

কোথায় এখন ।

যা হবার হয়ে গেছে বিধির বিধান,
দুর্ব্বল মানব জাতি শক্তির বিহীন !
অতীতের মেঘখানা, যায় নাকি পুন টানা,
যায় নাকি ডেকে আনা পুন সেই দিন ?
কিম্বা গেছে চলে হায় তরে চিরদিন !
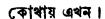
বহুদিন পরে !

আজ বহুদিন পরে, অয়ি প্রিয়তমে !
অলস হৃদয় উথলি উঠিছে প্রেমে ।
ভার ভার মুখখানি কি যেন কাহার,
বার বার আসি মনে তুলিছে ঝঙ্কার !
এই ভাঙা বরষার রাতে উঠে মনে
তোমা আমা দুজনের প্রথম মিলন !
জাগে মনে কত কথা, কত শত স্মৃতি !
সঙ্গোপনে রাখি তাহা হৃদয়ে লুকায়ে !

বহুদিন পরে !

ভেবেছিনু জলবিন্দু আসিয়া ধবায়,
কোথায় মিলায়ে যাব জলধি সীমায় !
ভাবি নাই পূর্ব্বে কভু, অয়ি প্রাণময়ী !
এইরূপে আসি হৃদে আলোকিবে মোরে,
পূর্ণ-পিযূসের ধারে মাতাবে তাহারে !
আশা তাই জেগেছিল, কর্ণে কয়েছিল,
সুদিন উদয় হবে, কেটে যাবে মেঘ।
গিয়াছে ঝরিয়া ক্রমে আশার কুসুম,
অন্ধকারে ঢেকে গেছে জীবন আমার !
আসে নাক আব সেথা কবিতার মালা,
হাসির লহর তোলে না মধুর তান।
শুধু নিরাশার হাহাকার করে রব,
কাঁপায়ে সভয়ে নিরালা নিথর প্রাণ !
সে কালিমা মাঝে একা তুমি আছ জেগে,
একা তব স্নিগ্ধ প্রেম করিছে শীতল।
তাই যদি প্রাণাধিকে, আলো কর তবে
হৃদয়-নিকুঞ্জ মোর, বিশুষ্ক মালঞ্চে
ফুটাও কুসুম নিতি নব অনুরাগে !

এমন সময় আহা এমন সময় !
মধ্যাহ্ন তপন-তাপে, তাপিত প্রাণের সাথে,
পুড়ে যায় ধরা খানি সরা খানি প্রায় ।
এমন সময় আহা এমন সময় ।

এমন সময় আহা এমন সময় !
আসিতেছি হেন কালে, আশার কল্পনা কোলে,
দেখিলাম কি যেন চলিয়া গেল হায় !
এমন সময় আহা এমন সময় !

এমন সময় আহা এমন সময় !
চকিতে ভাঙিল খেলা, হৃদয়ে উঠিল মেলা,
নারিনু রাখিতে আর চিন্তা সমুদয় ।
এমন সময় আহা এমন সময় !

তাপদগ্ধ হৃদিমাঝে, দেখিলাম স্তরে স্তরে,
আছে লেখা আছে আঁকা তোমার বিষয় !
জিজ্ঞাসি মিনতি করি, বল দেখি সত্য করি,
তাপিত হৃদয়ে পাব কি শান্তি নিচয় ?

আধুনিক প্রেম।

(আজি) বঙ্গীয় দুয়ারে, শুনি ঘরে ঘরে,
কতই প্রেম প্রেম রব!
কিন্তু কোথা কই, আকিঞ্চন সেই
যাহে মিলিবে সেই সব!
(শুধু) মুখের কথায়, নাহি প্রকাশয়,
প্রাণের নিগূঢ় পিয়াসা!
সেথা হাসা চাই, সেথা কাঁদা চাই,
নহিলে এযেগো দুরাশা!
তারি সনে বসি, কত দিবানিশি,
কাটাতে হইবে নীরবে;
কত নিশি জাগি, তার প্রেম লাগি,
শুধুই সাধিতে হইবে।
তাহার কথনে, চলনে বলনে,
তার পাছু পাছু রহিয়ে
তার মুখে চেয়ে, আত্ম ভুলে যেয়ে,
তার ধ্যানে রত হইয়ে,
ডুবায়ে স্বার্থেরে অনন্ত সাগরে,
সেই ময় ভব দেখিবে!

অধুনিক প্রেম।

তাহার লাগিয়ে, লাজ মান থুয়ে,
তারি উপাসনা করিবে।
তখেত মিলিবে, প্রেম দুর্লভে,
অবনী সাগর মাঝারে!
যদি স্বার্থ হতে, চাহ প্রেম লতে,
ত্যজ আজি সে বাসনারে!
প্রেম নামে তবে, কলঙ্ক রটিবে,
প্রেম যাবে হৃদয় হতে!
বঙ্গ-বঁধু যত, স্বার্থ তরে রত
কেন চাহে প্রেম লভিতে?
খোঁজে স্বার্থ শুধু, নাহি জানে বধু,
সেথা বাঁচিবে কি মরিবে!
কি ছল করিলে, কত লাভ মিলে,
শুধু বসি তাহাই ভাবে।
এরূপ হইলে, প্রেম কিগো মিলে,
প্রেম নহে তুচ্ছ তেমন;
ত্যজি স্বার্থ ধনে, উৎসর্গি প্রাণে,
তবে কর প্রেমে যতন!

কেন তবে ?

যদি মম আশা তুমি না পূরাবে,
কেন তবে তুমি আশা দিয়েছিলে ?
যদি মোর কথা তুমি না রাখিবে,
কেন তবে কথা তুমি কয়েছিলে ?

যদি মনে ছিল প্রেম নাহি দিবে,
কেন তবে তুমি প্রেম চেয়েছিলে ?
যদি ঠিক ছিল মোরে ছেড়ে যাবে,
কেন তবে স্নেহ ডোরে বেঁধেছিলে ?

যদি সাধ ছিল মোরে নাহি লবে,
কেন তবে মোরে তুমি এনেছিলে ?
যদি জানা ছিল মোর নাহি হবে,
কেন তবে মোরে তব করেছিলে ?

যদি বুঝা ছিল ভাল না লাগিবে,
কেন তবে তুমি আমারে ছলিলে ?
যদি ভাবা ছিল ধরা নাহি দিবে,
কেন তবে তুমি আমারে ধরিলে ?

কেন তবে ?

যদি ইচ্ছা ছিল মোরে না হাসাবে,
কেন তবে মোর কাছে হেসেছিলে ?
যদি জ্ঞান ছিল আমারে ভুলিবে,
কেন তবে তুমি আমারে ভুলালে ?
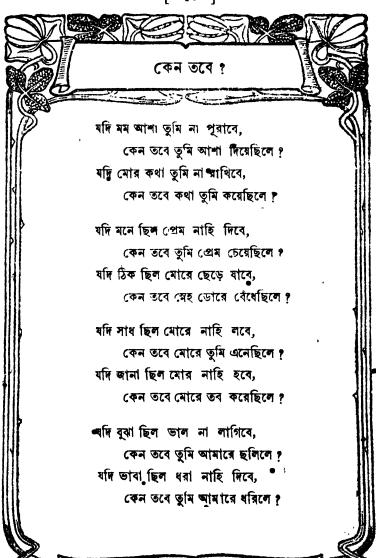
যদি মোরে হেরি তৃষা না মিটিবে,
কেন তবে আমা ধনে যেচেছিলে ?
যদি মোর সাথে মন না পুরিবে,
কেন তবে মোরে তুমি খুঁজেছিলে ?

যদি আমি এলে তুমি না বসিবে,
কেন তবে মোর কাছে গিয়েছিলে ?
যদি মোরে হেরে ব্যথিত হইবে,
কেন তবে মোরে এত সেধেছিলে ?

যদি মন তব আমারে ছাড়িবে,
কেন তবে আর মিছে,—যাই চলে।
যদি তব সাধ কাছে না রাখিবে,
কেন তবে আর যাই স্মৃতিকোলে ?

তব লেখা।

সুষুপ্তি শান্তির কোলে, যাইতেছি হেন কালে,
আসি দেখা দিল তব লেখার ঠমক ;
ভাঙিল ঘুমের ঘোর, জাগিল হৃদয় মোর,
সহসা আমার যেন হইল চমক !

সুখ সময়ের কথা, মনে হলে পরে যথা,
পড়ে মনে কত কথা কত কি ঘটন ;
সেইরূপ সেইরূপ, হৃদয়ের অনুরূপ,
ভাব যত ভাষা যত হইল স্মরণ !

তখনি তখনি সখা, হৃদয়ের আবিলতা,
দ্বিগুণ দ্বিগুণ হয়ে উঠিল বাড়িয়া ;
হৃদয়ের যত সাধ, যত সব অবসাধ,
ক্রমে ক্রমে হৃদয়েতে জাগিল আসিয়া !

তখন ডুবিল সব, উঠিল নূতন রব,
আবার এ ভগ্নপ্রায় হৃদয়ে আমার ;
আবার নূতন রবে, হৃদয় জাগিল তবে,
আবার উঠিনু ভুলি দুঃখ পারাবার !

আঁধার রজনী।

আঁধার রজনী সেই মনে পড়ে হায়!
আঁধার যামিনী বালা, নিস্তব্ধ তারার মালা
মানিনী প্রকৃতি-রাণী মিটি মিটি চায়;
এমন সময় শুনিনু কি কানে হায়!

আঁধার রজনী সেই মনে পড়ে হায়!
ঘড় ঘড় ঘড় করে, দেখিনু আসে অদূরে,
গাড়ী এক মর্ম্ম পীড়া দিতে গো আমায়;
দেখি বুঝি পরমাদ ঘটিবারে যায়!

আঁধার রজনী সেই মনে পড়ে হায়!
সোণার প্রতিমা খানি, যাহারে হৃদয়ে আনি
গেঁথেছিনু কতমালা আশার নিচয়,
মুছে গেল যত সব ত্যজিল আমায়!

আঁধার রজনী সেই মনে পড়ে হায়!
মনের মালিন্য যাহা, ঘুচে গেল সব আহা,
পড়ে রলো শুধু মোর হৃদয়ের দায়,
কেমনে বা কেবা বল ফিরে তাহা পায়!

ভালবাসার ব্যবহার।

পোড়া ভালবাসা, হৃদে দেয় আশা,
শেষে নিরাশে চলে যায়।
(হায়) আপনার জনে, কাঁদায়ে পরাণে
কি আনন্দ লভোগো হায়।
এ পোড়া জগতে কাঁদিতে কাঁদিতে,
আঁখিজল শুকায়ে যায়।
জীবনের সার, পরাণের হার,
পরগলে ছাড়িয়া যায়।
হায়রে মানব, হয়রে দানব,
কেন বাসিলে ভাল তারে ?
হৃদি দাও যারে, সেই অনাদরে,
কেমনে ত্যজগো তোমারে ?
হৃদয় বেদনা, প্রাণের যাতনা,
কত বা জানাবে কাহারে,
প্রাণ মন দিয়ে, যশ, মান থুয়ে,
হৃদি দিলে ফিরাবে নারে।
সংসার শ্মশানে, জ্বলিছে দ্বিগুণে,
ভীষণ ভীষণ আগুন,
পুড়ে নাহি মারে, দাহনে যে করে,
অর্দ্ধমৃত প্রায় জীবন।

কেন পুন দেখা দিলি ?
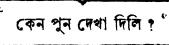
কেন পুনরায় ওই মনোহর সাজে,
আসিয়া দাঁড়ালে তুমি অভাগার কাছে !
কোনিরূপে ছিনু ভুলে মায়ার জগতে,
কেনবা দিইলে তুলে আমারে কাঁদাতে !

মোহময় এ সংসার, শান্তি কিছু নাই,
মায়াময় এ আগার, ভেবে দেখ ভাই !
এরি মাঝে কোনরূপে ছিনু নিমগণ,
ভুলিতে তোমার রূপে, সব বৃথা পণ।

যেমনি এসেছ কাছে সহজ সুন্দর,
অমনি ভাঙিয়া গেছে মোহ সব মোর !
তুমি যে সকলি মোর, হয়েছে স্মরণ,
আমি যে আপনি তোর, হয়েছি মগণ।

দেখা যদি দিলে পুন, হৃদে এস মম
না ছাড়িব কদাচন ওহে মনোরম !
হেরি মাধুরিমাময়, মূরতি তোমার,
মিটাব প্রেম ক্ষুধায়, হবে শান্তি মোর !

জিজ্ঞাসা !

ভাল কিগো বাসহে আমায় !
কতবার মনে করি, তোমারে জিজ্ঞাসা করি
একি শুধু স্বপনে ভুলায় ?
কিম্বা আশা মরীচিকা, জ্বালাইয়া দীপ্তশিখা
পোড়াতেছে হৃদয় আমার ?
সন্দেহে গঠিত কিম্বা, আমার এ স্নেহ চিন্তা,
সন্দেহেই হয়ে যাবে সার ?
স্বপন নগর হতে, আসিয়াছে হৃদয়েতে,
কিগো এই সুখ স্বপ্ন ঘোর ?
কিম্বা প্রেমবারিরাশি, চক্ষুর ভিতরে পশি,
দৃষ্টিহীন করেছে আমায় ?
কিম্বা হীনবুদ্ধি আমি, না পারি বুঝিতে তুমি
ভালবাস কি না বাস হায় !
আমার হৃদয়ে আশা, পোড়া এই ভালবাসা,
তোমারে দেখিতে সদা চায় !
পুন মন ধীরে কয়, বুঝি এ পাবার নয়,
সদা মোরে মায়াতে ভুলায় !
আরো কত সাধ হয়, কত ভাবে মোরে লয়,
প্রাণে কত চাঞ্চল্য আসয় !

জিজ্ঞাসা।

তাই মাঝে মাঝে ফিরি, পুন দেখা করি করি,
বলি বলি কথা না যুয়ায়!
আঁখির চঞ্চল কোণে, কতই কল্পনা যানে,
প্রাণ কত বলিবারে চায়!
কভু বা শুনিতে চাও, কভু ফিরি চলি যাও,
না পারি বুঝিতে আমি হায়!
আমিও হতাশ প্রাণে, মালা গাঁথি নিজ মনে,
সে মালা শুধু শুকায়ে যায়!
তবুও সে শুষ্কমালা, কণ্ঠে ধরি ভুলি জ্বালা,
সযত্নে স্মৃতিরে ধরি কায়!
চিন্তায় ব্যাকুল অতি, তাই করেছি মিনতি,
কতদিন হেন সহা যায়!
বল সখা বল তুমি, আমারে বাসগো তুমি,
প্রাণপূর্ণ ভাল অতিশয়!
আমিও নিশ্চিন্ত মনে, মিলিগো তোমার সনে,
উভয়ের হোক পরিচয়!
নানা রূপে বুক বাঁধি, মনের মন্দিরে সাধি,
জিজ্ঞাসিছি আজি তা তোমায়!

প্রত্যাখ্যান।

কি শুনিরে আজ, কি শুনিরে আজ,
ভাল সে বাসেনা আমারে!
ধন্য বিধি তুমি, ধন্য লীলা তুমি,
(শুধু) জগতে কাঁদিতে আসারে!
প্রাণ দিনু যারে, সেই অকাতরে,
প্রত্যাখ্যান করিল মোরে!
সে আমারে বলে, যাও তুমি ভুলে,
ছি ছি হা দগ্ধ বিধাতারে!
কত সাধি তায়, কত আশা চয়,
রোপেছিনু হৃদিমাঝেরে,
সব গেল চলে, সব ভেঙে দিলে,
আছি মৃতপ্রায় হয়েরে!
যাও ত্যজে তুমি, ভুলে কিন্তু আমি,
নারিব যাইতে তোমারে!
হায় এ জীবনে, থাকিবে স্মরণে,
(ওই) মন-মুগ্ধ-ছবি থানিরে।
পূজিব তোমায়, ধরিয়া ও পায়,
রাখিয়া হৃদি-কারাগারে।

প্রত্যাখ্যান।
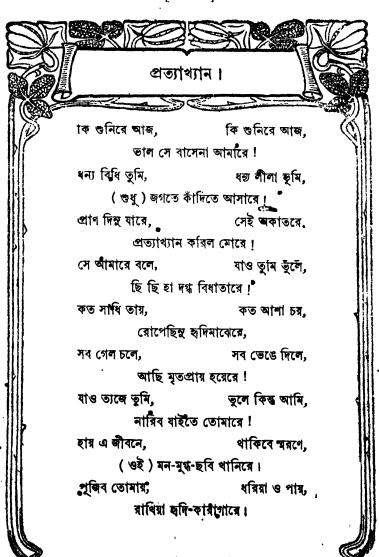
তুমি ধ্যান মোর, তুমি জ্ঞান মোর,
ছাড়িব কেমনে তবে!
ধরমে করমে, মরমে মরমে,
রাখিব হৃদয়ে তোমারে;
হায় এ জগতে, আমি কোন মতে,
আছি যে গো তোমারি তরে!
সংসার শ্মশান মম, ধরা নহে মনোরম,
তোর মুখ চেয়ে আছি কাতর পরাণে,
যে কদিন বেঁচে রব, তোমারি মহিমা গাব,
মৃত্যু কালে ডাকি তোরে ত্যজিব জীবন!

এই বুঝি প্রতিদান!

কই ভালত গো বাসিলাম—
এই তার প্রতিদান?
যতনে পরাণ সপিলাম—
এই তার প্রণিধান?
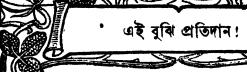
এই বুঝি প্রতিদান!

নিত্য নব সুখ আশে তার,
যোগানু শতেক দান!
পূরাতে শ্রবণ সুখ তারি,
সদাই করিনু গান!
কই সে যে ফেলে চলে গেলো,
না হেরি তোমার পান
সে যে কথা না কাণে তুলিল,
করিল কতেক ভান!
সাধি আদর করিয়া তায়,
না দেখে আমার প্রাণ!—
সে যে তাহা গায়ে মাখিল,
দেখালে মিছের টান!—
সাঝেঁরি বেলাতে আঁখি মোর,
চেয়ে থাকে পথ পান!—
রজনীর কোলে হিয়া মোর,
ভাবে সেই মুখ খান!

এই বুঝি প্রতিদান !

কই সেত আসেনা আসেনা,
মোর কাছে করে মান
কই ভাল বাসে না বাসে না !
নাহি করে প্রতিদান !—
বুঝি বিপুল জগত মাঝে,
প্রেম নাহি করে দান !
মানব মানব এই সাজে,
অন্যে করে প্রীতিগান !

সাধনা !

যতন করিয়া, মালাটি গাঁথিয়া,
দেছিনু তারে উপহার।
হৃদয়ের ধন, প্রাণের রতন,
তুমি যে সকলি আমার ॥
লয়ে ভালবাসা, হৃদে কত আশা,
যাইতাম তোমারি তরে।
(তুমি কভু) প্রাণে দিতে ব্যথা, না কহিতে কথা,
কভুবা ছলিতে আমারে ॥

সাধনা।

প্রাণের জ্বালায়, করি হায় হায়,
হয়েছি গো পাগলপ্রায়॥
(কভু) করিতে আদর, হইয়ে বিভোর,
র'তাম মুখ পানে চেয়ে!
একটু সোহাগ, করিলে গো ভোগ,
ভুলিতাম জগতেরে যে॥
তোমারি কারণ, দিছি বিসর্জ্জন,
কত যে আশা কতবার।
তুচ্ছ করে হায়, কাজকর্ম্মচয়,
(তোমায়) রেখেছি হৃদয়ে আমার!
আদর করিলে, আপনি মজালে,
শেষেতে ছাড়ি চলি গেলে!
বাধ্য হয়ে আমি, ছাড়িয়া এ ভূমি,
চলি গেনু, তুমি (ও) ছাড়িলে॥
নিশায় নিদ্রায়, স্বপ্ন অবস্থায়,
ধরেছি হৃদয়ে তোমায়।
সকল করমে, রাখিয়া মরমে,
ব্যস্ত হয়ে ছিনু তথায়॥

সাধনা।

(হায়) কি দোষ করেছি, যাহাতে পেতেছি,
এতই মরম বেদন।
(মোর) কপালের দোষে, ত্যজিলে হরষে,
যে কাঁদে তোমারি কারণ॥
স্মরিয়ে সে কথা, কেন আর বৃথা,
ডেকে আনি সে সব স্মৃতি।
কপাল লিখন, কে করে খণ্ডন,
ভুগেছি যখনি এ মতি॥

আজো!
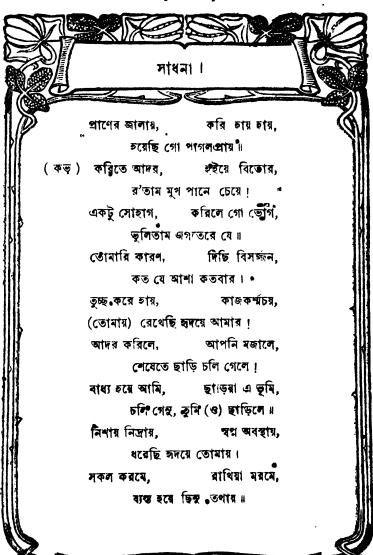
স্মৃতির দুয়ারে বসি, কাঁদি কেন অহনিশি,
কেন বা আঁখিরে আমি জলেতে ভাসাই?
সে স্বপ্ন ভাঙিয়া গেছে; সে রজনী পোহায়েছে,
তবে কেন সেথা আসি আবার কাঁদাই?
আধা ভাঙা ঘুমঘোরে, আধ জড়িত আদরে
যাহারে দেখিনু আমি আঁখিরে ঝলসি,
আঁখির নিভৃত কোণে, আছে আজিও গোপনে,
সেই মনমত ছবি হৃদয় উল্লসি!

আজো !

এবে গোপনে গোপনে, মাঝে মাঝে উঠে তানে,
সে মধুর মনোহর ছবিখানি তার !
এবে লুকায়ে লুকায়ে, তারে হৃদয়ে হৃদয়ে,
মাঝে মাঝে আনি যে গো নীরবে আমার !
মনে করি ভুলে যাই, প্রাণ ব..র আঁখি চাই,
ভুলিতে ভুলিতে গিয়ে পারিনাক আর !
ভুলি যদি সাধ হয়, মন মানা নাহি সয়,
আসে যেগো প্রাণে সদা কথাই তাহার !
যদিও গিয়াছে জানি, তথাপি মনেতে মানি,
সেই বুঝি প্রাণে মোর রয়েছে এখন ;
যদিও ত্যজেছে মোরে, তথাপি ভাবনাভরে,
তারে হৃদে করি কত সতত যতন !
তাইতো হৃদয়ে ডাকি, বলি তাকে হাঁকি হাঁকি,
তুমি যে এখনও সখা রয়েছ আমার,
ভুলে যদি মনে কর, ভুলেছ আমার কর,
সে কথা যে শুধু মিছে কথা ছলনার।

তোমা লাগিয়া !

আমি পথ পানে চাহিয়া
রব তোমা লাগি বসিয়া
যদি মনে পড়ে আসিও !

আমি তোমা আশা করিয়া,
যাই সব আশা ভুলিয়া,
যদি পার তবে পূরিও !

আমি কথা কব ভাবিয়া,
যাব তোমা পানে ধাইয়া,
যদি ভাল লাগে কহিও !

আমি তোমা ভালবাসিয়া,
দিছি মম প্রাণ সঁপিয়া,
যদি প্রাণ চায় লইও !

আমি সারানিশি জাগিয়া,
তব শান্তি দিব রচিয়া,
যদি ভুল থাকে দেখিও !

আমি প্রেম পাব বলিয়া,
সাধি তব পদ ধরিয়া,
যদি ব্যাথা হয় ভাবিও !

আমি নিতি মালা গাঁথিয়া,
রাখি মম মন বাঁধিয়া,
যদি সাধ যায় পরিও !
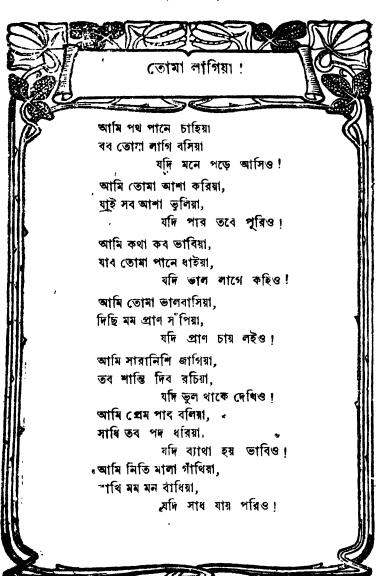
এখনও।

এখনো বিজন বনে ডাকে সে তোমায়।
তুমি তার সে তোমার, এখনো ঘোচেনি তার,
এখনো সে তোমা পানে বুঝি সদা ধায়!
এখনো সে তোমা তরে, বিজনে বিজনে ঘোরে,
এখনো সে তোরে সদা দেখিবারে চায়।
এখনো তাহারি মন, তোমা তরে উচাটন,
এখনো সে তোমারে ভেবে চকিতে চায়!
এখনো গৃহের দ্বার, নহে মনোরম তার,
এখনো যে ভুলে তোমা মনে পড়ে যায়!
এখনো তোমারি মুখ, জাগাতেছে হৃদে দুঃখ,
এখনো তাহারি মন শুধু তোমাময়।
এখনো সোহাগ খেলা, হৃদয়ে হৃদয়ে মেলা,
এখনো রয়েছে তার সাজান গো হায়!
এখনো তোমারি আশে, দাঁড়ায়ে দুয়ার পাশে,
এখনো খোঁজে গো সেই যদি তোরে পায়!
এখনগো দেশান্তরে, পাঠাতেছে তত্ত্ব তরে,
এখনো যদি বা কেউ বলে দিয়ে যায়।

এখনও !

এখনো ভাবে সে মনে, সে আছে তোমার প্রাণে,
এখনো ভুলিতে পারেনি গো সে তোমায় !
এখনো অঞ্চল পাতি, বিছানাটি পরিপাটি,
এখনো ঘরের দ্বার খুলে রাখি শোয় !
এখনো রজনী শেষে নিতি চাহে সে আবেশে,
এখনো দুজনে যদি রজনী পোহায় !

পুরী হইতে !

দূরে, বহুদূরে আজি প্রিয়ে তোমা হতে !
কিন্তু প্রাণ যেগো সদা ধাইছে তোমাতে !
তোমার সে মুখছবি হৃদয়ে বিকাশে,
তোমার সে সরলতা সদা মনে আসে !
তাই যদিও রয়েছি দূরে, অতিদূরে,
তবু ফিরিতেছি দেখ অদূরে অদূরে !
যেথা যে কারণে আমি আজি হেথা যাই,
সেথা সেইখানে তোমারে খুঁজিগো ছাই !
দেবদরশনে যবে দলবদ্ধ হয়ে,
উঠি মোরা মন্দির প্রস্তর বেয়ে বেয়ে,

পুরী হইতে !

চমকি চমকি চাই তুমি আছ কই,
আমি যে গো তোমারেই খুঁজে সারা হই !
না পেয়ে তোমায় সেথা মম প্রাণ কয়
দুজনাতে যদি দেখি কত সুখ হয় !
বুঝি একত্র না হয়ে কোথাও যাইলে,
কিছু দেখে কভু প্রাণে সুখ নাহি মিলে !
তাই সমুদ্রের কূলে আসিয়া দাড়ালে,
মনে হয় সুধু তুমি সম্মুখেতে রলে,
পারিতাম বুঝি আরো সুখে দেখিবারে,
দেখাতে দেখাতে যত সৌন্দর্য্য তোমারে।
স্নান করিবারে পশি সাগরের জলে,
ভাবি কেন তুমি মোর সাথে নাহি এলে !
তাহলে আনন্দে মোরা দুজনাতে মিলে,
সাঁতারি যেতাম সুখে কতদূর চলে !
কিন্তু সে সুখত প্রিয়ে নাহিক আমার,
তাই বুঝি মন খুজে মুরতি তোমার !
তাই বুঝি বার বার ফিরে ফিরে চায়,
যদি কোনমতে তোমারে দেখিতে পায় !

ভালবাসা !

কে বলেরে ভালবাসা পাপ দুরাশয় ?
কে বলেরে ভালবাসা, পাপের প্রপঞ্চ আঁশা
কেবল পাপের রাশি করয়ে প্রকাশ ?
কে বলেরে ভালবাসা, শুধু দুরন্ত দুরাশা,
শুধুই মলিনরূপে হৃদয় বিকাশ ?
কে জানেগো কত মধু, আছে এরি মাঝে শুধু,
আছে এরি সাথে বাঁধা কত শত সুর !
শুধু তাই কিগো হয়, এতে মুক্তিলাভ হয়,
ঘুচে যায় হৃদয়ের অন্ধতম পুর !
দেখ প্রেম হৃদে হলে, লোকে স্বার্থ যায় ভুলে,
প্রেম লাগি পর পদে সব দেয় তুলে ;
হৃদে প্রেম উপজিলে, কত পবিত্রতা মিলে,
যত মলিনতা সব দূরে যায় চলে !
প্রেম জগতের মাঝে, ধরে সবে নব সাজে,
জগতে সকলি দেখ নূতন দেখায় ;
তখন তুচ্ছ জীবন, হয় কতই যতন,
তখন পরাণ যেগো সুখের বোঝায় !
হৃদয় প্রেমের জোরে, অসাধ্য সাধন করে,
মৃত্যু লাগি ভয় যত দূরে চলে যায় !

ভালবাসা।

ক্রোধ ভয় যায় দূরে, প্রাণ পোষেগো শান্তিরে,
প্রাণ শুধু নীরবতা নিস্তব্ধতা চায়!
যদি স্বর্গ লাভ তরে, প্রাণে রাগহ আশকরে,
তবে প্রেমরূপ বীজ ধরগো হৃদয়ে,
লভি প্রেমেরে হৃদয়ে, যাও জগতের বেয়ে,
জগৎ মাঝারে প্রেমে দেখ চেয়ে।
এস প্রেম ধবজা তুলে, প্রেম নাম মুখে বলে,
যুঝিগে সংসার কানন মাঝারে এবে,
যদি কেহ যায় ভুলে, এস তবে সবে মিলে,
সেই নাম তুলিয়ে তারি যশ ঘোষিবে!

তবে দাও ভেঙ্গে দাও!

—:০:—

সংসার যদি গো কঠিন এমন,
কেন তবে আর তাহে নিমগন!
ছিল সাধ মনে আমার জীবনে
হবে কিছু ফলোদয় এ ভুবনে।

তবে দাও ভেঙে দাও !

ভেবেছিনু মনে আমার পরাণ,
সংসারের দুঃখ করিতে হরণ,
করিবে গো হায় শতেক যতন,
যত গো পারিবে ক্ষমতা মতন !
কিন্তু যদি শক্তি নাহি মিলে তায়
কেমনে করি তার আদর হায় !
বিষম বিপাকে কিবা সাধ যায়,
যদি তাহে পুন শক্তি না কুলায় ?
তাই ডাকি বারবার প্রেমময়,
কর তাই যেবা তব সাধ যায় !
ঘুচাতে আমার সংসার বন্ধন,
উপযুক্ত যদি কর বিবেচন
দাও ভেঙে দাও সংসার মায়ায়,
ঘুচে যাক মম যত সাধ চয় !
থাক পড়ে থাক জীবনের দায়
শুধুই আহুতি দিইতে তাহায় !

কাজ কি ?

কি কাজ জ্বালায়ে আলো,
কি কাজ আলোকি দীপ,
যদি ভাল লাগে অন্ধকার ?
কি কাজ দেখিয়া সব,
কি কাজ খুঁজিয়া তায়,
যদি নাহি প্রয়োজন আর ?
কি কাজ জানিয়া ব্যথা,
কি কাজ ধরিয়া ক্ষত,
যদি তাহা নহে যাইবার ?
কি কাজ লিখিয়া গাঁথা,
কি কাজ রচিয়া মালা,
যদি তাহা নহে পরিবার ?
কি কাজ সে কথা তুলে,
কি কাজ তাহারে ভেবে,
যদি সেই না হবে আমার ?
কি কাজ জিজ্ঞাসি তায়,
কি কাজ ভুলায়ে মন,
যদি সেই নহে আসিবার ?

কাজ কি ?

কি কাজ তাহারি সনে,
নিরবধি আলাপনে,
যদি মন নহে পূরিবার ?
কি কাজ দেখিয়া তায়,
কি কাজ মুছিয়া মুখ,
যদি ভাল লাগে স্মৃতি তার ?
কি কাজ হাসায়ে তারে,
কি কাজ সেবিয়া তারে,
যদি ভাল শুধু ছবি তার ?
কি কাজ নিকটে রেখে,
কি কাজ সাজায়ে পুন,
যদি ভাল দেখ প্রাণ তার ?
কি কাজ মূরতি তার,
কি কাজ তুলিয়ে কোলে,
যদি থাকে হৃদয়ে তোমার ?

আসি তবে বিদায়, বিদায় !

—:•:—

চাহিয়া চাহিয়া নিশি দিন,
আঁখি মোর হইয়াছে ক্ষীণ,
আসি তবে বিদায় বিদায় !

বিদায়, বিদায়।

সাধিয়া সাধিয়া তোর পায়,
আজি আমি ধূসরিত কায়,
আসি তবে বিদায় বিদায়!
কাঁদিতে কাঁদিতে অনুক্ষণ,
সিক্ত এবে আমার বসন,
আসি তবে বিদায় বিদায়!
বুঝাতে বুঝাতে তোরে হায়,
মোর কণ্ঠ আজি শুষ্কপ্রায়,
আসি তবে বিদায় বিদায়!
তুমি ত গো বাসিবে না ভাল,
কেন তুলিছ যাতনাজাল,
আসি তবে বিদায় বিদায়!
তুমি যদি বুঝিতে আমায়,
তবে মোর যাতনা কোথায়?
আসি তবে বিদায় বিদায়!
চেষ্টা ত করেছি বহুদিন,
মোর প্রতি তুমি চক্ষুহীন,
আসি তবে বিদায় বিদায়!
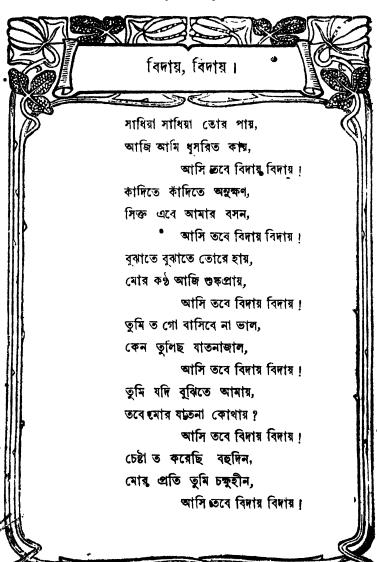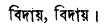
বিদায়, বিদায়।

দেখ নাই চাহি তোমা পানে,
সাধি যত তব কার্য্যগণে,
আসি তবে বিদায় বিদায়!
ভাল যদি বাসিতে আমায়,
বুঝিতে পারিতে মোরে হায়,
আসি তবে বিদায় বিদায়!
সাধিবারে তব কোন কাজ,
দেখেছ কি মোর কভু লাজ,
আসি তবে বিদায় বিদায়!
ভাল ত গো কভু বাসিলে না,
ভালবাসা কভু লইনে না,
আসি তবে বিদায় বিদায়!

দিনান্তে বারেক শুধু!

দিনান্তে বারেক শুধু ভাবিও আমায়!
শান্ত হয়ে দিবসের তাড়না হইতে,
আসিয়া বসিবে যবে শান্তিরে লভিতে,
কামনা-কানন হতে দূরে যাবে সরে,
তখন ভাবিও অয়ি প্রিয়বালা মোরে!

বারেক !

দিনান্তে বারেক শুধু স্মরিও আমায় !
নিঝুম আঁধার রাতে স্তব্ধ নিরজনে,
একান্তে একেলা রবে বসি আনমনে,
প্রকৃতির খেলা দেখি প্রেমে হবে ভোর,
তখন স্মরিও মোরে প্রিয়তমে মোর !

দিনান্তে বারেক শুধু খুঁজিও আমায় !
সাঁঝেরি কোলে উৎসব ফুরায়ে যাবে,
আঁধারের সাথে চিন্তা একা জাগ রবে,
বিহগের দল কুলায় খুঁজিবে যবে,
তুমিও আমারে রাণী খুঁজিও গো তবে।

দিনান্তে বারেক শুধু ডাকিও আমায় !
চারিদিকে ঘুরে ফিরে অবসন্ন প্রাণে,
হেলায় আপন মনে আসি ঘর পানে,
অলস-আবেশ-ভরে আপনা পাশরে,
বারেক হে প্রিয়তমে ডাকিও আমারে !

———

একাকী !

জীবন সমুদ্র মাঝে আমি গো একাকী !
ছিলাম আপনি ব্যথায় বিকল চিত্ত ;
পড়েছিনু জগতের কোন এক কোণে,
তপ্ত দীর্ঘশ্বাস বয়ে যেত হৃদি হতে !
কোন্ এক আকস্মিক শুভ্র সন্ধ্যা রাতে,
মোহন মূরতি লয়ে দাঁড়ালে সন্মুখে !
মম আকুলিত প্রাণ উঠিল উজলি,
দীপ্ত করি জীবনের জীর্ণ পর্ণশালা।
এক অপূর্ব্ব রাজ্যেতে লয়ে গেল মোরে,
ভাবিলাম শান্ত হল জীবনের দায়।
তারপর এবে এই বিরহের দিনে,
তাপদগ্ধ ঝঞ্জাবাতে পড়ে আছি হেথা ;
আর কেহ আসেনা এখানে মোর পাশে।
প্রেমের সে ব্যাকুলতা, হৃদয়-সোহাগ
সকলি গিয়াছে চলি আঁধারি এ পুরী।
আঁধারে আবেশে আমি রয়েছি দাঁড়ায়ে,
চারিধার ভয়ঙ্কর তমোময় হেরি,
সঙ্গীহীন, বলহীন, তাহে গরজিছে,
কভু চমকিছে, কভু খেলিছে দামিনী,
কাঁপায়ে সভয়ে নিরালা নিথর প্রাণ।

কিবা দুঃখ তার !

কিবা দুঃখ তার, জীবনের ভার,
হইয়াছে অবসান যার !
তার নাহি আর, বোঝা গো চিন্তার,
সংসার শ্মশান সম সার !
অর্পিয়াছে তাঁয়, সংসারের দায়,
এবে যেগো হইয়াছে ভিক্ষু ;
নাহি ধনতৃষ্ণা, গেছে রূপতৃষ্ণা,
সুখে দুখে সম ভাবে ধুক্ষু ।
এই যে সংসার, দেখিছি বিস্তার,
শুধু কর্ম্মভূমি সার যায়,
লাগে কিগো তার, সংসারের ভার,
তেমত কঠিনপ্রায় আর ?
সুখ, দুঃখ হায় ! দুই সমপ্রায়,
জীবন যার বিষাদময় !
কিবা হবে তায়, জল সিচে যায়,
হবেনাকু আর ফুলময় ?
সংসারেরি আশা, সুখের ভরসা,
যার দুঃখের কৃপাণে চাষা,
যার প্রেম তৃষা, ঘুচায়েছে কুশা,
এবে শুধু প্রাণ ভাসা ভাসা ।

সেই সে মধুর নিশি !
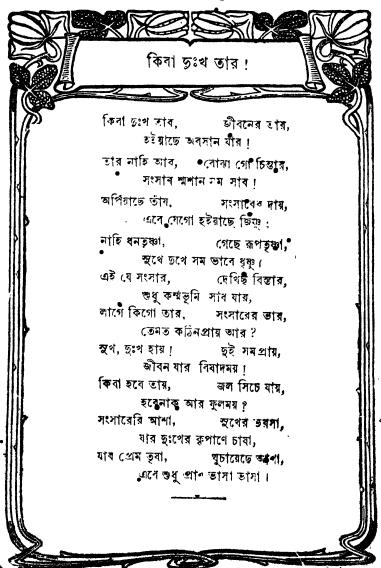
সেই নীরব রজনী, সেই প্রেমের চাহনি,
কেন জাগে পুন আজ হৃদয়ে আমার ।
কতদিন চলে গেছে, কত মায়া কেটে গেছে,
এখনো রয়েছে হায় স্মৃতিটুকু তার !

সে মধুর সুখরাতি, যদিও ছেড়েছে ভাতি,
তবুও কেমনে আর ভুলিব তাহায় ?
সে কথা উঠিলে প্রাণে, সহসা চকিতে মনে,
কি যে এক মোহ আসি প্রাণ পুরে যায় !

ঘুচে যায় মায়া ঘোর, হৃদি হয় প্রেমে ভোর,
জগৎ তাহার তায় আমিও তাহার !
তার পর এক তানে, উভে উভয়ের সনে.
মিশে যাই থেকে যায় দেহখানা ছার !

তখন আমার মন, স্বর্গ সুখে নিমগণ,
তাই শান্তি উচ্চ তার নাহি অভিলাষ,
তুমিই বাসনা সব, তুমিই কামনা মম,
তাই আমি ধ্যানে আজ মিটাব সে আশ !

জগতের একি ঘোর অবিচার !

আমি ভালবাসি তারে, সে যদি বাসে আমারে,
জগতের কিবা আছে অধিকার ?
আমার প্রাণের সনে, তাহার মিলন গানে,
অপরের আছে কোন ব্যতিকার !
আমি যদি চাহি তারে, অন্যে কেন তাহে মরে,
অন্যে কেন তাহে হয় উচাটন !
অন্যে কেন মোর দিকে, চাহিয়া চাহিয়া থাকে,
আমিত সেদিকে করি না গমন !
কেন বা আঘাত দেয়, অপরেতে আসি গায়,
অপরের সনে কি কথা আমার ;
অন্যের কথা গো শুনে, আমি কি ডরাব মনে,
আমি কি পরের লাগি হই তার।
অপরের কোন ধন, করিনি ত পদার্পণ,
কাহারত চসা জমি ভাঙি নাই—
কাহারত যত্নে গড়া, খেলাঘর গৃহচুড়া,
সবলে চরণ তলে দলি নাই !
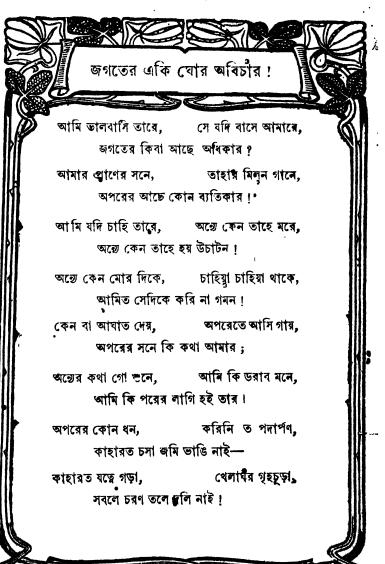
জগতের অবিচার !

শুধু সদা যে আমার, হাসি খেলি সাথে তার,
তাতে কেন লোকে বলে এত কথা ?
আমি ত অতীব যত্নে, পরিনি পরের রত্নে,
তবে কেন পর হৃদে লাগে ব্যথা ?
কিম্বা জগতের রীতি, মানবের এই প্রীতি,
কেমনে পরের ক্ষতি কিসে হয় ;
সদা খুঁজিয়া বেড়ায়, যদি কোন ছুতো পায়,
তবে সবে মিলে আঘাতয়ে তায় ।
কিন্তু কি হবে তাহায়, এযে প্রাণে গাঁথা রয়,
একি শুধু বাক্যে ভেঙে যায় ?
এতে যত বাধা পায় ততই বাড়িয়া যায়
ততই দ্বিগুণ জলে উভরায় !
তবে গো দারুণ বিধি আশ্চর্য্য তোমার বিধি
আশ্চর্য্য এ বাধা নিয়ম তোমার !
কিম্বা তুমি মানবেরে অতীব পরীক্ষা করে
তবে গো মিলাও যতনে আবার !
তাই যদি সত্য হয় নীরবে তা সহ্য হয়
পরীক্ষায় তবু জীবন ফুরায় !
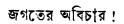
প্রেম বাধায় বাধায় উজলি উজলি ভায়
আমিও ছুটেছি পিছু পিছু তায় !
কিম্বা যদি বিধি তুমি মিথ্যা ছল অতিক্রমি
আমারে ডুবাতে চাও স্নেহ হতে ;
তবে গো জগৎ মাঝে ঘোষিব কাঙ্গাল সাজে,
কোন লাভ নাহি পূজি বিধি হতে ॥

এ অভাগা মনে যেন স্থান পায় !

সুদূর গগণপ্রান্তে যেথা তুমি যাও,
যথা তুমি নিজ সুখ শান্তি খুঁজে পাও,
যেই ভাবে যেই স্থানে যবে তুমি রও,
এ অভাগা মনে যেন স্থান পায় !
আশা কি করিতে পারি জীবন তুফানে,
শ্রেষ্ঠ হয়ে রবে যবে রম্য উপাদানে,
দেখি দারিদ্র্য-প্রতিম-পান্থ কোন জনে,
এ অভাগা মনেতে পড়িবে হায় !

এ অভাগা মনে যেন স্থান পায় !
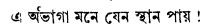
সোহাগ সম্ভোগে নিতি নিতি বেয়ে বেয়ে,
এ ঘোর সংসারে যাবে যবে ধেয়ে ধেয়ে,
সুখ সময়ের কত সব সাথী পেয়ে,
যদি কভু ভুলে মনে পড়ে যায় !

উচ্চ-তরুশির মত আপন গরবে,
স্থিতিমান শক্তিমান তোমারে সাধিবে,
অভাগা ভিক্ষুক দুঃখ দূর আশে যবে,
তখন বারেক ভাবিও আমায় ?

কিম্বা সুখস্রোতে বায়ু সেবনের আশে,
যেয়ে কোন নদীতটে সোহাগ আবেশে,
দেখি দুটি সাথী উভে উভয়ের পাশে
মোর কথা জাগিবে কি হৃদে হায় ?

অথবা প্রবেশি কোন রোগীর দুয়ারে,
দেখি তার প্রিয়জন কত সেবা করে,
কেমনে নীরবে রত উপকার তরে,
মোর স্নেহ মনে কি পড়িবে হায় ?

মরণের কালে শুধু এস একবার।

ভালবাস কিনা বাস নাহি ক্ষতি তায় ;
কাছে থাক নাহি থাক নাহি চিন্তি তায় !
যাও দূরদেশে যাও যেথা তব সাধ,
দেখা দাও নাহি দাও তোমার প্রসাদ।
ডুবি অতলের জলে নাহি ডরি তায়,
[illegible]রে চাও, নাহি চাও, না গণিব তায় !
ঘৃণা কর, তুচ্ছ কর, তাহে দোষ নাই,
স্নেহ কর, নাহি কর, কিছুই না চাই !
আমি যদি মরি আজ নাহি ডরি তায়,
আমি যদি কাঁদি কেহ যেন নাহি চায় ;
যাতনায় যদি মোর জীবন ফুরায়,—
অতি কষ্ট হলে তবু না ডাকিব কায় !
কিন্তু কভু যদি কাঁটা ফুটে তব পায়,
দন্তে [illegible] তবে যতনে তুলিব তায় !
থাকে যদি ধূলা কাদা পথেতে তোমার,
মস্তকে মুছিব তাহা আগে আগে তার।
কোন স্থান উচ্চ নীচ থাকে পথে তব,
বুক পাতি তারে সমতল করি দিব ;

এস একবার।

পঙ্ক যদি লাগে কভু তোমার ও পায়,
জীব দিয়া মুছি লব তখনি গো তায়!
আমার গায়েতে দিলা যে কাদা তখন,
তোমারে করিব আমি নির্ম্মল রতন।
আসে যদি বন্য জীব খাইতে তোমায়,
নিজ দেহ বিনিময়ে শান্তমিব তায়।
যদি কেহ রজনীতে আসে অস্ত্র হাতে,
বুক পাতি দিব বঁধু তোরে লুকাইতে!
এযে বঁধু অতি সুখের করম মোর,
আমার জীবন যে গো শুধ তরে তোর!
নাহি চাহি কভু প্রিয়! নিজ সুখ আমি,
আমার সুখ যে শুধু হলে সুখী তুমি!
আমি যে অতীব নীচ হেয় তোমা হতে,
যোগ্য নয় তব হৃদয়েতে স্থান পেতে!
তাই বলি বঁধু না চাহিও মোর পানে,
সুখের কপালে নাহি কাজ দুঃখ এনে।
কিন্তু-প্রিয়! একথা কি পারি বলিবারে,
জীবন ফুরাবে যবে দেখা দিও মোরে!

এস একবার।

সেইরূপ শুধু বঁধু ভুলনা আমায়!
একবার ভেব মনে ছিল একজন,
যথা মনে রাখ গৃহ পোষা পশুচয়,
করেছিল বহু যত্ন পেতে তব মন।
কিম্বা জেন মনে অতীব পাপিনী বলে,
যে শুধু আসিত ভুলাতে গো ছলে বলে
শুধু তিলেকের স্থান হৃদয়েতে দিও,
বন্ধুভাবে শত্রুভাবে যে ভাবেতে চাও।
কিম্বা দীনা, অতিদীনা, যাচকের বেশে,
ফিরিতেছে তব স্নেহ আশে পাশে পাশে
তাও যদি নাহি পার, তাহে কষ্ট পাও,
কাজ নাই তাও তবে, যাও ভুলে যাও!
শুধু দয়া করে রেখো এ প্রার্থনা মোর,
অন্য কিছু নয়, না হব কণ্টক তোর!
নাহি চাই প্রতিদান, নাহি উচ্চ আশা,
ডুবিয়াছে বহুকাল মোর সে ভরসা!
মৃত্যুর কালে শুধু এস এক বার,
দেখা দিও বারেক গো চরম সময়!
আরাধ্য দেবতা বলি রাখিয়া সম্মুখে,
পুষ্পাঞ্জলি দিব যাহা কিছু মোর আছে।
শুধু চাহি তোর পানে, শেষ দেখি তোরে,
ত্যজিব তোর এ দেহ জনমের তরে।
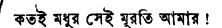
কতই মধুর সেই মূরতি আমার !
বড়ই সোহাগ ভবে,   চাহিলে মুখের পরে,
পারিনে ফিরাতে আমি আঁখিদুটি আর ;
মনে হয় এই সব, নাহি অন্য সাধ !

কতই মধুর সেই মূরতি আমার !
প্রীতির অমিয়া মাখা,   সোহাগের ছবি আঁকা,
তুলি দিয়া আঁকা যেন নিজ বিধাতার ;
এমন জগতে আর আছে কি আধার !

কতই মধুর সেই মূরতি আমার !
সুবর্ণ জিনিয়া আভা,   চারু চন্দ্র মুখ শোভা,
প্রকৃত মূরতি যেন প্রেম প্রতিমার ;
এমন সুন্দর রত্ন আছে গো কাহার !

কতই মধুর সেই মূরতি আমার !

কতই মধুর সেই মূরতি আমার !
তাহারে স্মৃতিতে রাখি, সদানন্দ মনে থাকি,
তাহার মুখের ভাষা অমৃত আধার ;
তাহার শবদে মাত্র লাগে চমৎকার।

প্রতিদান স্নেহে !

—:০:—

নিশার স্বপন মত,
জাগিতেছে অবিরত,
তোমাদের স্নেহ কথা হৃদয়ে আমার !
কখনো আড়ালে থাকি,
কভু বা নিকটে রাখি,
করিয়াছ কত যত্ন অতুলনা তার !

প্রতিদান স্নেহে !

স্নেহের ছলনা বলে,
কতবার কত ছলে,
খেলায়েছ কত খেলা পরিহাস আর !
সোহাগ আদর সব,
তোমার মধুর রব
বাজে কর্ণে কলরব আজিও তাহার !

সরল হৃদয় লয়ে,
স্নেহের পশোরা বয়ে,
খুলে দিতে হৃদিদ্বার সম্মুখে আমার !
এ হেন স্নেহের কথা,
জুড়ায় জীবন ব্যথা,
সকলি পেয়েছি আমি কি দিবে আবার ।

প্রতিদান স্নেহে !

এ স্নেহ, কি চিরদিন,
সম ভাবে বাধাহীন,
দিবে মোরে ঢেলে স্বরগ-সুষমা মত ?
কিম্বা ক্ষণেকের তরে,
বিজলী আলোক থরে,
মুছে দেবে হৃদি হতে পূর্ব্বস্মৃতি যত !

দীন আমি, নাহি ভাষা
অযাচিত ভালবাসা,
তোমা সকলের, কি আর দিইবে তবে ?
আছে প্রতিদান স্নেহে,
হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ গেহে,
দেখো চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে আঁকা রবে !

—:০:—

বিদায় !

বারেক ফিরিয়া বঁধু ! দেখছে আজি চাহিয়া,
নীরবে চোখের জলে,
নীরবে আপনা ভুলে,
চেয়ে আছি তোমাপানে দিবে বিদায় বলিয়া !
তোমার ও চারু ছায়া,
আমার হৃদয়ে গিয়া,
করেছে শীতল মোরে, তাতেই ভরেছে হিয়া !
তুমিই সকলি মম,
আমিই আপনি তব,
বল তুমি মোর,—যাই সব যাতনা ভুলিয়া !
আর কি বলিব আমি,
ভুলে কি যাইবে তুমি,
তোমারি এ জনে কদিন গেলে চলি ছাড়িয়া !
দাও গো বিদায় তবে,
পুনগো মিলিব যবে,
এস এই ভাবে যেন পুন হৃদয় পুরিয়া ।

এস তুমি বস ভাই।

এস তুমি বস ভাই, নীরবে তোমার ঠাঁই,
সুখ দুঃখ সময়ের মন কথা কই!
বহুদিন আস নাই, প্রাণ করে আই ঢাই,
তোমারে কহিতে কথা কেঁদে সারা হই!

ছিল আশা বহুদিন, তোমাতে হইব লীন,
তোমাতে ঢালিয়া দিব জীবনের ভার!
তুমি হবে লক্ষ পারা, জীবনের ধ্রুবতারা,
তোমাতে বাঁধিয়া দিব হৃদয়ের তার।

গিয়াছে বাসনা চলি, তুমিই দিয়াছ বলি,
ছুটিতে কর্ত্তব্য পথে সংসার মাঝারে!
সে অবধি সেই পথে, চলিয়াছি মনখেদে,
তোমার আদেশ শুধু রাখিয়া অন্তরে!

একা এবে এই ভবে, একাই চলিতে হবে,
একা শুধু গেয়ে যাব প্রণয়ের গীত।
মাঝে মাঝে তার সাথে, তোমার প্রেমের পথে,
কেঁদে যাব, করে যাব জগতের হিত।

এস তুমি বস ভাই।

দেখো তুমি দেখো ভাই, জগৎ কঠিন তাই,
তোমারে মিনতি করি রাখিও চরণে!
পথ শ্রান্ত যদি হই, দিও তব তীরে ঠাঁই,
আমারে তুলিয়া নিও তোমার শরণে!
আঁধার রজনী হেরি, ভয়ে যদি কভু ডরি,
তোমার মোহন জ্যোতি পাঠাও সম্মুখে!
তোমার মুরজমন্ত্রে, আহ্বানিয়া নানা তন্ত্রে,
আবার ছুটায়ে দিও জগতের মুখে!
যদি করি প্রাণ পণ, এ কর্ত্তব্য সমাপন,
হয় কভু কোন দিন তব আশীর্ব্বাদে!
সেই দিন নিশী শেষে, আসিও জীবন শেষে,
আমারে বলিয়া যেও গেছে তব ঋণ!
আত্মহারা সে আনন্দে, ভুলে যাব নিরানন্দে,
তোমার মহিমা গাব এ জগৎময়!
দেখাব কর্ত্তব্য ভবে, প্রেমের অধীনে হবে,
প্রেমের পরশে তাহা সুমধুর হয়!